কয়েকখানি পত্র

ও

উত্তর।

(১)

"কত শত শত রত্ন, সাগর-গহ্বরে,
দেখেনি আলোর মুখ দিনেকের তরে ;
হতভাগ্য কত নারী, বঙ্গের কুটীরে,
যাপিছে অসার দিন, চির অন্ধকারে।"

(২)

"বাঙ্গালীর ঘরে, ফোটে কি কুসুম? ফোটে
কি অন্তর কুটিল সংসারে? দেখিয়াছি
স্রোত-বক্ষে সোণার কিরণ ; কিন্তু মন
চাহে দেখিবারে, জ্ঞানের বিমলভাতি
রমণী—অন্তরে—নিরমল স্নেহসিন্ধু।"

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা ভবানীপুর.
ওরিএন্ট্যাল প্রেসে,
শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১২৯০।

বিজ্ঞাপন।

অল্প সময়ের মধ্যেই "কয়েকখানি পত্রের" প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ইহার উত্তর গুলি মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করায়, এবারে মূল পত্রের সহিত তাহার উত্তরগুলিও দেওয়া গেল। উত্তরগুলি আর কোন উপকার করিতে না পারুক পাঠিকাগণের যে একটু আমোদ জন্মাইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একজন বলিয়াছেন যে, পত্রগুলি অপেক্ষা উত্তরগুলি কোন অংশে মন্দ হয় নাই—ভগবান জানেন! কতেক লেখকের অনবধানতায়, কতেক মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য-শিথিলতায় প্রথম সংস্করণে নানাবিধ ভুল পড়িয়া ছিল। এবার ঐ সকল ভুল সংশোধিত করা হইয়াছে; তদ্ব্যতীত "নববিভাকর" পত্রিকার পরামর্শে "অদৃষ্টবাদ" নামক প্রস্তাবটি একেবারে পরিত্যক্ত ও "বান্ধবের" পরামর্শে স্থানে স্থানে ভাব অথবা ভাষার যে জটিলতা ছিল, তাহা যথাসাধ্য দূরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা সকল শ্রেণীর পাঠিকাগণের পাঠোপোযোগী হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বাখরগঞ্জ-হিতৈষিণী সভান্তর্ভূত অন্তঃপুর-মহিলা-শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ আছি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি কোন কোন শ্রেণীর পাঠ্য স্বরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন।

কলিকাতা মহানগরীস্থ সিটি কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপক গ্রন্থকারের পরম হিতৈষী, পরম ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়া মুদ্রণ সময়ে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার নিকট অশেষবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই সকল উপকারের তুলনায় এ ক্ষুদ্র উপকারের জন্য, সর্ব্ব প্রথমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে তিনি সাতিশয় লজ্জিত হইতেছেন!

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০। গ্রন্থকারস্য।

কয়েকখানি পত্র

ও

উত্তর।

——:o:——

১ নং—বেশভূষা।

প্রিয়তমে!—তোমার ৭ই তারিখের চিঠি পড়িয়া, নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। এবার যে তোমার মুখে সব নূতন কথা! "স্ত্রীলোকের বেশভূষা তাহাদের পতির প্রণয়-চিহ্ন" এ কথাতো পূর্ব্বে কখন শুনিনি! এই সত্য-আবিষ্কারিণীকে আমার ধন্যবাদ প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, এ ভাব তাঁহার আজ নূতন হলো, না পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল? থাকিলে, আমার পূর্ব্বে না শুনা অন্যায় হইয়াছে; শুনিলে হয়তো আমিও তাঁহাদের সমাজে, "সুপতি" বলিয়া আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রশংসা লাভে চেষ্টা দেখিতে পাইতাম। সফল-যত্ন হইলে তাঁহার পক্ষে এ কার্য্য পতিপরায়ণতার একশেষ দৃষ্টান্ত হইত।

আজ কাল আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা আপনা-দিগকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে শোভিতা দেখিলেই, ভাগ্যবতী

কি এত গহনা পাইতাম ?” যুবক উত্তর শুনিয়া নির্ব্বাক—তাহার সব কল্পনা ঘুরিয়া গেল। যদিও কথা সংশোধন করিতে কামিনীর এক মুহূর্ত্তও লাগিলনা, কিন্তু এবার আর সে যুবক নাই। এবার তিনি বুঝিয়াছেন যে, কামিনী মনের কথাই হঠাৎ বলিয়াছেন। সকল সময়ে, কথার পূর্ব্বে বিবেচনা থাকে না। বিশেষতঃ বালিকা—মনের ভাব কত গোপন রাখিতে পারে? বুঝিয়াছেন যে, যে শিক্ষার জন্য তাঁহার এত প্রশংসা সে শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ ? এ কথা তিনি আর ভুলিলেন না। ৩।৪ বৎসর হইয়াছে এখনও তিনি এই সব কথা মনে করিয়া থাকেন। “সেখানে কি এত গহনা পাইতাম” শুধু এই কথায়ই মন আকর্ষিত করিতে আমার গল্পের অবতারণা। আরও এক স্থানে শুনিয়াছি একটি সুশিক্ষিতা—এমন কি আজ কালকের আদর্শ-স্থল—কামিনী তাহার বিবাহের কথায় জনৈক সখীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বেশভূষার জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিতে না পারিলে, সে বর কখনই তাঁহার উপযুক্ত স্বামী হইবে না। বল দেখি, এই কি প্রকৃত সুশিক্ষিতার কথা ? তাই বলি, লেখাপড়া যতই কেন তোমরা শেখনা, সংসর্গ-দোষ শীঘ্র ছাড়িতে পারনা। এইরূপ স্ত্রীলোকদের সুখ (তাঁহাদের মনে) পতির বস্ত্রাভরণ দানের ক্ষমতা ও ইচ্ছাতেই কেন্দ্রীভূত ! আমি অনেক স্ত্রীলোককে—অনেক বুদ্ধিমতী বলিয়া খ্যাতাপন্না স্ত্রীলোককে—বলিতে শুনিয়াছি “হায় আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই আমার এ দুঃখ।

নইলে, আজ আমার কিসের দুঃখ! আমার কি বসন-ভূষণের অপ্রতুল? না স্বামী-সোহাগের অপ্রতুল? তবে কেন, দিবানিশি এ আগুনে পুড়িয়া মরিতেছি।" বিধাতঃ! বস্ত্রালঙ্কার ও স্বামী-সোহাগ ভিন্ন সুখের অন্য কারণ ইহাদের কাছে অদৃষ্ট! কবে ইহারা জানিবেন, সুখে অধিকার জন্মিবার পূর্ব্বে স্বামী-সোহাগ ও বস্ত্রালঙ্কার ভিন্ন অন্যান্য অনেক ধনে ভূষিতা হইতে হয়।

বেশভূষার প্রবৃত্তি অতি নীচ। তোমরা বোধ হয় মনে কর, তোমরা সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা হইলে, আমাদের অন্তঃকরণ আরো মুগ্ধ হইবে! কিন্তু এটী তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম! সময়ে সময়ে তোমাদিগকে সুশোভিতা দেখিলে চক্ষের তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু সে কখন? যখন তোমাদের গূঢ় উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া যাই—যখন আমাদের মনে না থাকে যে, তোমাদের সজ্জিত হওয়ার উদ্দেশ্যই আমাদিগকে মুগ্ধ করা—অর্থাৎ যখন তোমাদিগকে প্রকৃতিগতই ঐ রূপ সজ্জিতা বলিয়া মনে করি। বল দেখি বেশভূষায় তোমাদের কি সুখ? স্ব স্ব পতির মনোরঞ্জন করিতে কি তোমাদের প্রকৃতিপ্রদত্ত গুণ সমূহের বিকাশই যথেষ্ট নহে? আমার বোধ হয় যে, তোমরা সুসজ্জিতা হইতে পারিলে মনে মনে যে সন্তোষ লাভ কর, তাহা বড় বিশুদ্ধ নহে; কারণ তাহার কারণটির মধ্যে যেন কি একটু অপবিত্র ভাব আছে।

আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে, এই পত্র প্রাপ্তির পর, তোমাকে দেখিতে পাইব যে তুমি পরিহৃত-ভূষণা জীর্ণ

ও মলিন বাসে আবৃতা হইয়া পতির সন্তোষ-চিহ্ন-দর্শন-লালসায় বসিয়া আছ। পূর্ব্বেই তাহার প্রতিবিধান আবশ্যক ; সুতরাং লিখিতে হইতেছে যে, পরিষ্কার বস্ত্রাদি ও তোমাদের এয়োত্ব-চিহ্ন-জ্ঞাপক দুচারি খানা অলঙ্কারে দোষ নাই। বসনভূষণ সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা উচিত। কতকগুলি অলঙ্কারে শরীর ভারাক্রান্ত করিয়া মাকাল ফল সাজিলে কি ফল হয় ? তবে যদি অলঙ্কার দেখান তোমাদের একটি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা কর, অলঙ্কারের একটা (গ্লাসকেশ) আলমারী করিয়া আগে আগে পাঠাওনা কেন? আর যদি তাহাতে তোমাদের মন্থরগমনের লাঘবতা জন্মে, খুব জাঁকাল গোচের একটা লৌহ খণ্ড পায়ে বাঁধিও। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। নতুবা তোমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট বোধ হয়।

ভেবে দেখ দেখি, তোমাদের বেশ-ভূষার ভারটা নিজের হস্তে রাখিয়া, আমাদের কি একটা সুখ কমাইয়াছ। আপনার হৃদয়ের ধনকে আপনি সুন্দররূপে সাজাইয়া কে না সুখী হয় ? এই যে আমি এত বিদ্রূপ করিলাম—আমিও কি তোমাকে সাজাইয়া ভালবাসিতাম না ? কপালকুণ্ডলাকে সাজাইতে কার না ইচ্ছা যায় ! তোমরা যদি এ বিষয়ে অমনোযোগিনী থাক ; তোমাদের ইচ্ছার অনুরোধে, তোমাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে না করিয়া, প্রকৃতি-প্রদত্ত সৌন্দর্য্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হইতে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা হইতে, যদি তোমাদিগকে সাজাই, তবে কি আনন্দ

আমাদের হৃদয়ে ধরে? ফল কথা, তোমাদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য থাকা উচিত। হায়! কবে আমি তোমাকে এই সকল কুসংস্কার-বর্জ্জিতা দেখিয়া আপনাকে স্ত্রীরত্নে অলঙ্কৃত মনে করিব? এ অলঙ্কার হইতে আমাদিগকে কেহ বলিবার নাই কি?

কলিকাতা,
১২ই আষাঢ়, ১২৮৭।

তোমার সেই—

উত্তর।

নং ১

১ নং পত্রের উত্তর।

প্রাণেশ্বর!—আজ কাল তো তোমাদিগকে সম্বোধন করিতেই ভয় হয়। আধুনিক সভ্যতার অনুরোধে, নব্য যুবকগণ "প্রাণেশ্বর" "হৃদয়-সর্ব্বস্ব" ইত্যাদি সম্বোধন দেখিলে বা শুনিলে একেবারে ভ্রূকুঞ্চিত করত "ছেলেমী" বা "অসভ্যতা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। আমি বোধকরি তুমি সে দলের লোক নও, কেননা তোমার মুখেই তো শুনিয়াছি যে, হৃদয় হইতে উঠিলে ওরূপ সম্বোধন করাতে কোন দোষ নাই; যাহা সরল ও পবিত্র তাহা কদাপি অসভ্য হইতে পারে না; লিখিতে হয় বলিয়া যাহারা ঐরূপ লেখেন, তুমি কেবল তাহাদিগকেই বিদ্রূপ করিয়া থাক। আমি কি তবে ঐরূপ সম্বোধন করিতে পারি না?

তোমার ১২ই তারিখের পত্রে জানিলাম, তুমি আমাদের সাজ-গোজের উপর ভারি চটা। এটা কি তোমার আন্তরিক ভাব? না, দশ জনের দশা দেখিয়া তুমিও ঐরূপ লিখিয়াছ? তোমার পত্র পড়িয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই; কত গল্প বানাইয়া কি সুন্দর ভঙ্গীতেই তুমি আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছ—তা করিবে বৈ কি? আমরা যে পোড়া হাবা মেয়ের জাত, নৈলে আমরাও লিখিতে পারিতাম যে, রামচন্দ্র তাহার বিবাহের সময় বলিয়াছিল যে, তাহার শ্বশুর ১০০০ টাকার গহনা ও লক্ষ টাকার চেইন ঘড়ী না দিলে সে কদাচ বিবাহে সম্মত হইবে না। বলিতে পারিতাম যে, বাসর-ঘরে একটি সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ও সুরূপিণী কন্যা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহার সহিত বিবাহ না হইয়া যদি তাহার প্রতিবেশিনী শৈলের সহিত বিবাহ হইত, তবে তাহার স্বামী কি করিতেন? স্বামী অমনি ধড়াস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, তাহা হইলে তিনি বিষ ভক্ষণে কিম্বা গলরজ্জু দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। প্রশ্ন হইল কেন? উত্তর—তার যে আদৌ নাক্ নাই।

তোমার পত্রের একটি স্থান পড়িয়া আমি লজ্জিত হইয়াছি! এই কি তোমাদের সুরুচির পরিচয়? *

এবারে রহস্য ছাড়িলাম। বাস্তবিক যদি অলঙ্কার না পরিলে তুমি সুখী হও, তবে এবার আসিয়া দেখিবে যে. আমি তোমার কথা মত কাজ করিতেছি। সাজিবার সাধ

একেবারে ত্যাগ করিলাম—কপালকুণ্ডলাও হইতে পারিব না;—ছি! অমন পাহাড়ে মেয়ে কি ভাল?—আর তোমার কষ্ট করিয়া সাজাইতেও হইবে না।

কিন্তু এক কথা, তোমাকে যেদিন মাথায় তেল কাটিতে দেখিব, যেদিন স্বর্ণশৃঙ্খল স্থানচ্যুত হইয়া তোমার বক্ষদেশে দোলায়মান দেখিব; সে দিন আমি পাড়ার মেয়েদের অলঙ্কার ধার করিয়া, ঝম্ ঝম্ শব্দে ঘর পূর্ণ করিব।

১৭ই আষাঢ়, ১২৮৭। { অনুগতা দাসী
শ্রীমতী............

---

২ নং—নম্রতা।

প্রিয়তমে!—তোমার ১৭ই তারিখের চিঠিতে জানিলাম, তুমি আমার [redacted] তারিখের চিঠি পড়িয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছ; শুনিয়া সুখী হইলাম। যখন প্রধান আপদটাই ছেড়েগেল, তখন আর গুলোর জন্য ততো আর ভাবিতে হইবে না। শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইবে। পরস্পর শুনিতে পাই যে তোমার স্বভাব বড় উদ্ধত, সত্য কি?

স্ত্রীলোকের নম্রতা এক খানি সুন্দর অলঙ্কার। হীরা, মতি, মাণিক্য যত উজ্জ্বল দেখায়; স্ত্রীচরিত্রে নম্রতা ততোধিক সুন্দর দেখায়। যাহা নম্র, তাহাই সুন্দর;—বৃক্ষ ফলভরে যখন নত হয়, বৃক্ষ বড় সুন্দর; মনুষ্য সৎস্বভাবে যখন নত হয়, মনুষ্য দেবতা। দেখ দেখি, লজ্জাবতী-লতা

কি সুন্দর! সামান্য স্পর্শেই সঙ্কুচিতা হইয়া যায়। পূর্ব্ব-কালের সমাজ লজ্জাকে বড় আদর করিত; তাই এর নাম "লজ্জাবতীলতা"। কিন্তু আমরা এর সৌন্দর্য্য অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি। তোমরা সাধারণতঃ লোকাচারনিবন্ধন লজ্জা ও নৈসর্গিক লজ্জাকে এক অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাক, সুতরাং শুদ্ধ লজ্জা এর সৌন্দর্য্যের কারণ বলিতে আমাদের ইচ্ছা যায় না; তাহা হইলে তুমিও যখন অন্যের সামনে আমাকে দেখিয়া সেকেন্দরী গজের দেড় গজ ঘোমটা টান, তখন তোমার সৌন্দর্য্য বাড়ে না কেন? তাই বলি, এর সৌন্দর্য্য শুধু লজ্জায় নয়—লজ্জা এবং নম্রতায় অর্থাৎ নৈস-র্গিক লজ্জায়। লজ্জা নম্রতার একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন কারণ নহে। লজ্জাবতী (প্রচলিতার্থে) হইলেই যে নম্র হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত আবার তোমায় দিতে হইবে কি? আমি এইরূপ লজ্জা ভাল বাসিনা—নম্রতার সঙ্গে যেটুকু আসিয়া পড়ে, তাহাতে ক্ষতি নাই অর্থাৎ প্রকৃতিগত যেটুক আছে তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু কৃত্রিম লজ্জা, শিক্ষার লজ্জা, ভাল নহে। আমার এক বন্ধু আছেন তিনি উদ্ধতস্বভাবা স্ত্রীলোক ভাল বাসেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি মন্দ হইলে বন্ধুপত্নী তাঁহাকে খুব তিরস্কার করিবেন, কাহারও অধীনতা স্বীকার করিবেন না, সর্ব্বদা অবিনীতা থাকিবেন। তিনি বলেন ওটা তাঁহার পবিত্র স্বভাব-সম্ভূত সাহস। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" আমি কিন্তু নম্রতা বড় ভালবাসি। স্বামী খারাপ হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহাকে

তিরস্কার অপেক্ষা স্ত্রীর নীরবের অশ্রুজল ভালবাসি। আমার কাছে উহাই তাহাদিগের প্রকৃত স্বভাব। স্বভাব কিরূপে নির্ম্মাণ করে? আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়েই প্রকৃতির ইঙ্গিত আছে; সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া যে কার্য্য করিতে পারে সেই চরিত্রশালী।

তুমিতো "বিষবৃক্ষ" পড়িয়াছ; বল দেখি কুন্দনন্দিনীকে এত মনে ধরে কেন? শুধু তাহার দুরবস্থা, তাহার প্রণয়ে অপরিতৃপ্তি, তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ই কি এর কারণ? তাহা নহে, শুধু ইহাতেই আমাদের এত সহানুভূতি পায় না; হৃদয় এত আকর্ষণ করিতে পারে না; উহা অপেক্ষাও দুরবস্থাপন্না—যাহার প্রণয়-পরিতৃপ্তির আশা মাত্রও নাই এরূপ স্ত্রীলোকের কথা পড়িয়াছি, তাহা এত সুন্দর বোধ হয় নাই কেন? না—কুন্দনন্দিনী একেকালে মাটীর মতন, রাগ করিতে জানে না। সূর্য্যমুখীর ন্যায় সে উচ্চ কথা জানিত না—তাই, কুন্দনন্দিনী আমাদের হৃদয়ে এত স্থান পায়। কোন কথায় কি বলিয়া কাহার হৃদয়ে ব্যথা দিবে কুন্দনন্দিনীর এই নৈসর্গিক স্ত্রীজাতি-সুলভ ভাবই আমাদিগকে এত মুগ্ধ করিয়া ফেলে। স্ত্রীচরিত্র সূর্য্যমুখী অপেক্ষা কুন্দেতে অধিক পরিস্ফুট, তাই কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কাঁদি। ফুল দেখিতে বড় সুন্দর, শুধু রূপে ইহা সুন্দর নহে; তাহা হইলে গড়িলে বা চিত্রে আঁকিলে অত সুন্দর দেখায় না কেন? ইহার নম্রতায়—ইহার কোমলতায়

ইহাকে এত সুন্দর দেখায়। তুমি হয়তো বলিয়া বসিয়াছ "নম্র হইলেই কি কোমল হয়? আমি যে কত শক্ত জিনিসকে নম্র হইতে দেখিয়াছি। তবে ও তোমার মিছে কথা।" মিছে নয়, নম্র হইলেই কোমল হয়। যে কোমলতা স্ত্রীজাতিকে এত সুন্দর করিয়াছে, সে কোমলতা আর কিছু নয় নম্রতা। এ শরীরের কোমলতা নয়। আর তুমি অলঙ্কারের ভারে যে নম্র হও, সে নম্রতাও নহে। নম্রতার একটী আশ্চর্য্য লাবণ্য আছে, ইহাতে কুৎসিতকেও সুন্দর করে। তোমরা যে রূপ রূপ করিয়া দিবারাত্রি অস্থির, তোমাদের সেই রূপ ঔদ্ধত্যে মলিন হইয়া যায়। তাই বলি সহানুভূতি পাইতে চাও—বিনীতা হও; এই পৃথিবীতে গর্ব্ব করার কিছুই নাই।

পূর্ব্ব পত্রে তোমাকে অলঙ্কারের জন্য বড় জ্বালাতন করিয়াছি। সেই কষ্ট নিবারণ জন্য, তোমার নিমিত্ত এই এক খানা সুন্দর অলঙ্কার পাঠাই; পরিবে কি? এ রত্নের মূল্য বড় অধিক—কোন ধনিনীই ইহাকে অতিরিক্ত বলিয়া ত্যাগ করিতে পারেন না। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, আমার ন্যায় স্বামী ইহাতে বড় বাধ্য থাকে। যদি তোমার কোন সখী ইহার গুণের কথা শুনিয়া, নাম জিজ্ঞাসা করেন, ধীরে ধীরে বলিও "নম্রতা" আমি ভাল আছি তোমার কুশল চাই ইতি।

কলিকাতা,
২২শে আষাঢ় ১২৮৭। } তোমার সেই——

উত্তর।

নং ২

(২ নং পত্রের উত্তর।)

প্রাণেশ্বর!—তোমার প্রেরিত অলঙ্কার খানি প্রাপ্ত হইয়া সাদরে ধারণ করিলাম। আমার সঙ্গীগণ সকলেই অলঙ্কার-বিদ্বেষীর প্রেরিত অলঙ্কার খানা দেখিতে আসিয়া ছিলেন, কিন্তু গুণের কথা শুনিয়া না দেখিয়াই চলিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রেরককে বলিও, এ অলঙ্কার আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদের বেশী আবশ্যক। আমি একেবারে অবাক্!

ঘোমটায় সৌন্দর্য্য বাড়ে না এ কথা কে বলিল? এবিষয় তোমাদের চেয়ে আমরা বেশি বুঝি।—কেন, এই যে তোমাদেরই কে একজন "ভারতীতে" লিখিয়াছেন যে, ঐ আবরণ টুকু থাকে বলিয়া তোমরা আমাদিগকে (না, তাঁহারা তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে) দেখিয়া পরিতৃপ্ত হওনা! তোমাদের সব মত্‌লবি কথা। যখন যাহা ইচ্ছা তাহা বল; কথার মূলেই ঠিক থাকে না।

কুন্দনন্দিনীকে কেন মনে ধরে, এ প্রশ্নের উত্তর তোমার নিকট শুনিতে চাহি না। কেন যে চাহিনা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিব না। ঐ কথাটা কামিনীর মার কাছে বলিতে

ছিলাম। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওমা! বিধবা মেয়েটা আবার বিয়ে কল্লে—তাকে আবার মনে ধরা" আমি যদিও ঠিক উহা বলি না বটে। তবু ইহা বলি যে, যদি কুন্দনন্দিনীর পরিণাম সূর্য্যমুখীর হইত তবে কাহাকে মনে ধরিত জানি না।

এ পত্রে তোমার দুইটি কথা আমার বড় ভাল লাগিল। একটি এই যে, স্বামী খারাপ হইলে তজ্জন্য তিরস্কার অপেক্ষা নীরবের অশ্রুজল তুমি ভাল বাস। তাহা ঠিক বটে; আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ঐ অশ্রুবিন্দু। আমাদিগকে উপদেশ দিতে তোমাদের কত আছে; রাগ, ঘৃণা, নীতিকথা, বক্তৃতা ইত্যাদি। দুঃখিনী আমাদের ঐ একটি বই দুটি নাই। আমাদের ঐ চখের জলই সকল। আর একটি কথা যে ফুল গড়িলে বা চিত্রে আঁকিলে প্রাকৃতিক ফুলের মতন যে সুন্দর দেখায় না তাহার কারণ পুষ্পের সেই ঢল ঢল ভাব (যাহাকে তুমি নম্রতা না কোমলতা কি বলিয়াছ) চিত্রে বা প্রতিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয় না। সোহাগের সেই আদরমাখা ভাবেই উহাকে সুন্দর দেখায়। হায়! পুরুষ জাতি সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্য করিয়া অস্থির, তাহারা যদি সৌন্দর্য্যের এ মূলতত্ত্ব টুকু জানিত, তবে তাহাদের আর তাহা অন্যত্র খুঁজিতে হইত না।

ভাল কথা; এতদিন পর্য্যন্ত তুমি আমার চিঠি পাও নাই দেখিয়া কি রাগ করিয়াছ? আমার মাথা খাও, এবারে আমায় মাপ কর, দেখ, অবসর পেলে কি তোমাদের কাছে পত্র লিখিতে সাধ করিয়া বিলম্ব করি?

আমরা ভাল আছি; শ্রীমান্ ভাল আছে। তোমার কুশল চাই; এটি বলা কি বড় আবশ্যকীয়?

২৭শে আষাঢ়; ১২৮৭। { অনুগতা দাসী
শ্রীমতী...........

---

৩ নং—সত্যবাদিতা।

প্রিয়তমে!—তোমার ২৭শে আষাঢ় তারিখের চিঠি পড়িয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। লিখিয়াছ—অবকাশ না পাওয়ার জন্য তুমি আমার নিকট পত্র লিখিতে পার নাই। আমি জানি এটি তোমার মিথ্যা কথা।

কথার অর্থ কি? শব্দ বিশেষ দ্বারা প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা, না? তবে যে শব্দদ্বারা তাহা না হয়, সে কথাই নহে। সে অনর্থক কথা। তবে মিছে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করায় অন্যের ক্ষতি কি? কাব্যাদিতেও এরূপ অনেক কথা আছে, তবে কবিগণ তজ্জন্য দায়ী কি? এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মুখে উত্থাপিত হইতে শুনিয়াছি। আমি ইহার প্রথমটির উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ঐরূপ কথাদ্বারা যদি শ্রোতার মনে কোন মিথ্যা বিশ্বাস না জন্মে, তবে সে কথায় বিশেষ দোষ নাই। শেষের

প্রশ্নটির উত্তর তো সহজেই দেওয়া যায়। কবিগণ মিথ্যাবাদী নহে; গল্প দ্বারাই হউক আর যদ্দারাই হউক, তাঁহারা মনের কোন বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই এরূপ লেখেন। তাহাদের কল্পনাসৃজিত গল্পই সেই ভাব প্রকাশের ভাষা। তবে আমার ন্যায় কবি—যাহারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ভিন্ন গল্পের সৃষ্টি করেন, দায়ী বটে। তুমি যে আজ আমার নিকট এই মিথ্যা কথাটী লিখিলে, ইহাতে বিশেষ যদি ভবিষ্যতে এইরূপ মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া আমার নিকট চালাইতে কৃতকার্য্য হইতেপার এইরূপ কোন আশঙ্কা মনে না উদয় হয়, তবে তোমার এই কথাটিতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয়না; কেবল লঘুচিত্ততা প্রকাশ পায় মাত্র। কিন্তু মনেকর এর পর তোমার প্রত্যেক কথাই যদি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বিশ্বাস করিতে হয় তবে সেটাকি বড় সুখের হয়?

সুন্দর ফুলের মধ্যে কীট যেমন—স্ত্রীলোকের মুখে মিথ্যা কথাও তেমন। ছি, আর কখন মিথ্যা বলিতে চেষ্টা করিওনা। কেনইবা করিবে? তিরস্কারের ভয়ে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তুমি যদি ইহা না লিখিয়া সরল-ভাবে আলস্যের জন্য পত্র লিখ নাই লিখিতে, আমি দুঃখিত হইতাম না। আমি তোমাকে তিরস্কার করিতাম না। তবে যদি বল "সকল মানুষই তোমার ন্যায় সত্যপ্রিয় নয়, তাহারা তো তিরস্কার করিতে পারে" তদুত্তরে এই বলিতে পারি যে, সে তিরস্কারের ভয় করিবে না। যদি সৎকার্য্যের জন্য তিরস্কৃতা হও নীরবে সহ্য করিবে—সহিষ্ণুতা তো তোমাদের

অপরিচিত নহে। আর যদি অন্যায় কার্য্যের জন্য তিরস্কৃতা হও, নম্রভাবে বলিবে যে, ভবিষ্যতে তুমি ওরূপ আর করিবে না। কিন্তু সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে যে ঐ কার্য্যটি তোমাদ্বারাই কৃত হইয়াছে। মনুষ্য-অন্তঃকরণ নিতান্ত দুর্ব্বল—ইহাতে একটা অন্যায় কার্য্য করিলেও স্বভাব-বিরুদ্ধ হয় না। আমি তোমার প্রত্যেক অন্যায় কার্য্যের প্রথম অবতারণ ক্ষমা করিতে পারি।

সত্যবাদিনী হও। প্রত্যেক কথা বলিবার পূর্ব্বে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিও উহা ঠিক অন্তর হইতে বাহির হইতেছে কি না। কেবল উচ্চারিত কথা সত্য হইলে যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে, বাক্‌চাতুরীও মিথ্যা কথা। তোমরা অনেক সময়ে এটী না বুঝিতে পারিয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক। মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া অন্যভাবে লোকের নিকট উপস্থিত হইতে চেষ্টা করাও অন্যায়। এ কথা হয়তো বুঝিতে পার নাই। মনে কর আমার বাক্স হইতে কুমুদিনী দ্বারা তুমি একটী ভাল "ষ্টীলপেন" নিয়া গেলে, তুমি নিশ্চয় জান যে তোমার ওটী অনাবশ্যক বলিয়া, জানিতে পারিলে আমি ফিরিয়া লইব। আমি যখন কলম খুঁজিয়া না পাইয়া তুমি নিয়াছ সন্দেহ করিয়া তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি বলিলে "আমি নি নাই"। তোমার ঐ উত্তর সামান্য অর্থে মিথ্যা কথা নহে, কিন্তু তবু মিথ্যা কথা—ইহাকেই বাক্‌চাতুরী বলে।

অনেক কথা বলিও না, মিতভাষী না হইলে সত্যবাদী

হওয়া বড় কষ্টকর। তাই বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা গম্ভীরা হইয়া থাকিতে বলি না। যদিও সে প্রকৃতি অনেকের কাছে ভাল, আমি তাহা ভাল বাসি না। যে প্রকৃতিতে বালিকাত্ব নাই, সে প্রকৃতি—সন্তোষদায়িনী নহে। ইংলণ্ডীয় একজন কবি লিখিয়াছেন যে, যাহার স্বভাবে যে পরিমাণে বালকত্ব থাকে, তিনি সেই পরিমাণে দেবতা। বালকত্ব বিমল আকাশে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল, চক্ষের তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু সেটা স্বভাবতঃ হওয়া চাই আমি বালকত্বের এত প্রশংসা করিলাম বলিয়াই যে, তুমি খোকার কার্য্যের অনুকরণ করিবে, তাহা নহে। যেটুকু বালিকাত্ব তোমার আছে, স্বাধীনভাবে বিকশিত হইতে দেও। স্বভাবের নিকট সত্যবাদিনী হও, এই আমার ইচ্ছা। আমি ভাল আছি—তোমার মঙ্গল লিখিও।

কলিকাতা,
৭ই শ্রাবণ। ১২৮৭। } তোমার সেই———

---

৪ নং—পরশ্রীকাতরতা।

প্রিয়তমে!—অনেক দিন পর্য্যন্ত তোমার চিঠি পাই নাই। শ্রীমান্ বসুধার পত্রে জানিলাম, তোমার কি অসুখ হইয়াছে। এখন কেমন আছ? ব্যারাম সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে কি?

গত কল্য আমি এক বন্ধুর সঙ্গে বড় ঝগড়া করিয়াছি। তিনি বলেন, আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ

সাধারণতঃ বড় ক্ষুদ্র। পরের সুখ তাহাদের চক্ষে বড় সহ্য হয় না। আপনার পতি আপনাকে অত্যন্ত ভাল বাসুক— দশরথ পর্য্যন্তও হউক, কিন্তু অন্যের পতি অন্যকে যেন ভাল বাসেনা। তাহা শুনিলেই তাহাদের মুখ ভারী হইয়া পড়ে। আপনার মেয়েটীকে জামাই খুব ভাল বাসুক কিন্তু ছেলে যেন পুত্রবধুটীকে ভাল বাসে না। এ কথা সত্য কি?

আমি তোমাদের নিকট নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নই—তাঁহার এই কথা সহসা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম যে, স্ত্রীলোকেরা পরশ্রীকাতরা—এ হলেও হইতে পারে, কিন্তু পুত্র পুত্রবধু এরা তো পর নয়। পুত্রবধু পুত্রকে ভাল বাসিবে, এতে তবে তাহাদের কষ্ট হবে কেন? এ হলে তো ঝি জামাইর শ্রীতেও এরা কাতর হইতে পারে। তিনি এতদুত্তরে বলিলেন "তুমি জান না—সকলেরই সমশ্রেণীস্থ লোকের সুখের প্রতি অধিক দৃষ্টি। পুরুষে অন্য পুরুষের সুখে বেশী কাতর হয়; রমণীরা অন্য রমণীর শ্রী সহ্য করিতে পারে না; তবে বিবেচনা কর ঝিটী আপন—পুত্র-বধূটী পর। অতএব তাহার সুখে একটু কষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য কি!" আমি এবারও তাহার কথা সত্যবলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম যে, ঝির সুখে তো জামাই সুখী হয়, আর পুত্রবধূর সুখে তো পুত্র সুখী হয়, তবে প্রথম-টিতেই তো তাহাদের বেশী বিদ্বেষ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। এর পর তিনি একটি কথা দিয়াই আমাকে নিরস্ত করিলেন যে, যাহারা পরশ্রীকাতরা তাহারা পুত্রবধূর সুখে যে পুত্রের সুখ

হয়, এতদূর দৃষ্টি রাখে না। হারিয়া চুপ করিলাম—আর করিব কি ?

বল দেখি, এত পরশ্রীকাতরা কেন ? পরের সুখ দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পারনা কেন ? সুখ তো তোমার একচেটীয়া নহে। এই পৃথিবীতে তোমারও যেরূপ সুখের অধিকার, অন্যেরও কি ঠিক সেই রূপ নহে ? তবে যদি রোহিণীর মতন জিজ্ঞাসা কর, **রোহিণীরই** বা এত দুঃখ কেন আর **ভ্রমরেরই** বা অত সুখ ছিল কেন ? এ কথা আমি ভাল করিয়া বুঝি না। অনাদিকারণের সকল কার্যের কারণ আমাদিগের জড় বুদ্ধি, নাস্তিক্যবুদ্ধি দ্বারা অনুমান করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, সুখে অধিকার দুজনেরই সমান ছিল। কিন্তু সে কারণ ভিন্ন, ভ্রমরের সুখের কারণ যাহাতে ছিল, রোহিণীর সুখের কারণ তাহাতে ছিল না। সে না বুঝিয়া ঐ এক কারণেই সকলকে সুখী মনে করিয়া, আপনাকে দুঃখিনী করিয়াছে। এই জগতে যে অবস্থার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক এই কারণ হইতেই তাহার উৎপত্তি। তোমার জীবনের লক্ষ্য—তোমার জীবনের সুখ, আর অন্যের জীবনের লক্ষ্য—অন্যের জীবনের সুখ, এক না হইতে পারে। তবে তুমি অন্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া কি রূপে সুখী হইবে ? তুমি যে মনে করিতেছ—তোমার প্রতিবেশিনীর অবস্থা তোমার ন্যায় হইলে, তুমি সুখি হইতে. এটা তোমার ভুল। তোমার সুখের কারণ যাহাতে রহিয়াছে তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই তুমি সুখি হইতে পার না। এস্থলে

সমান অধিকার খাটিবে না। পক্ষীগণ আকাশ ছাড়িয়া কখন জলে সুখি হইতে পারে না। মৎস্যগণও জল ছাড়িয়া আকাশে উঠিতে ভাল বাসে না। কেহই কাহার রাজ্য ছাড়িয়া সুখী হইতে পারে না। অথচ পাখীরও আকাশে থাকিয়া যে সুখ, মৎস্যেরও জলে থাকিয়া সেই সুখ। তাই বলি সকলেরই সুখে অধিকার সমান, কিন্তু কারণ বিভিন্ন। তোমার সরোজিনী তাহার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, সুখিনী হইয়াছেন, আর তুমি তাহা পার নাই; এই বলিয়া কি তুমি তাহার সুখে কাতর হইবে? তুমি তাহার ন্যায় সুখী হইতে চাও, এটা তোমার ভুল। এ জগতে অন্যের দুঃখে কাহারও সুখ হইতে পারে না। তবে যে আমরা শত্রু নিপীড়িত দেখিলে সুখী হই? ইহা সুখ নহে, পূর্ব্ব দুঃখের নিষ্কৃতি। আর ইহার মুখ্য কারণ অন্যের দুঃখে নয়, সেই দুঃখের সঙ্গে আমাদের দ্বেষের নিষ্কৃতিতে। পূর্ব্বে তুমি তাহার ভাল অবস্থার সময়ে, পরশ্রীকাতর হইয়া কষ্ট পাইয়াছ; এখন তাহার সাবেক দিন নাই—তাহার অবস্থা মন্দ হইয়াছে; সুতরাং তোমার দ্বেষও কমিয়াছে, আর দ্বেষের অপরিহার্য্য ফল দুঃখও কমিয়াছে। তাই বলিয়া তুমি সুখী হও নাই—পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার দুঃখই অধিক হইল। তবে দেখ, অন্যের সুখে কাতর হইলে; তোমার সুখ হইতে পারে না—কষ্টই সার হয়। বল দেখি এ কষ্ট কেন?

এবার পত্র লিখিয়া মনের তৃপ্তি হয় নাই। বিষয়টি বড়

সোজা বোধ হইল না। যাহা হউক কখন পরশ্রীকাতরা হইও না; অন্যের সুখে সুখী হও। সুখ তোমার আয়ত্ত রাখ, পত্রোত্তর সত্বর চাই।

কলিকত্তা,
২০শে শ্রাবণ ১২৮৭। } তোমারই সেই——

উত্তর।

নং ৩

(৩ ও ৪ নং পত্রের উত্তর।)

হৃদয়-সর্ব্বস্ব!—কয়েকদিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার দক্ষিণ হস্ত ফুলিয়া পড়াতে এতদিন তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। আমার অসুখ সব সারিয়াছে; আজ তোমার পূর্ব্ব দুই পত্রের উত্তর একদা দিতে ইচ্ছা করি।

তোমার ৭ই শ্রাবণের পত্র খানি তো ছোট খাটো একটি ব্রহ্ম সভার বক্তৃতা। ইহার আবার উত্তর কি? ২০শে শ্রাবণের চিঠি খানি তো একটী বিশুদ্ধ নীতি কথা। এই সকল পবিত্র ও কঠিন বিষয়ে আমাদের কিছু লেখা শোভা পায় না। আমরা মোটামুটি বুঝি "মিথ্যা বলায় বড় পাপ" এবং "কখন পরের সুখে হিংসা করা উচিত নহে।" এতদিনের পর পত্রখানি লিখিতেছি, এখানি যদি

ছোট হয় তুমি দুঃখিত হইতে পার ভাবিয়া পত্র খানির আকার বাড়াইতে হইতেছে ; কিন্তু কি লিখিয়া বাড়াইব ?

তোমাদের পুরুষ জাতির ধৈর্য্যগুণ বড় কম ; সুতরাং তোমরা যে পুস্তকাদি লিখিয়া থাক তাহাতে নায়কটী প্রায়ই একটি ধৈর্য্যশূন্য জড়ভরত হইয়া উঠে। পুরুষের যাহাতে সৌন্দর্য্য বাড়ে সেই হৃদয়ের গভীরতা, চিত্তের প্রশস্ততা, তোমাদের কয়টি নায়কের দেখিতে পাই ? একটু বাতাস বহিলেই যাহার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে অতি বৃহৎ অর্ণবযানও ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তোমাদিগের গভীর চিত্রের উপমাদি সেই সাগরের সহিত! বল দেখি বিমলা (বঙ্গবিজেতার) বা "আয়েষার' ন্যায় [তোমাদের কয়জন হৃদয়ের মহানুভাব দেখাইতে পারিয়াছে ? এক দেখাইবে প্রতাপকে! কিন্তু একবার পক্ষপাত শূন্য হইয়া বল দেখি প্রতাপ এই গুণে বিমলার তুলনীয় হইতে পার কি ? প্রতাপ নিজের হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, কি জানি পাছে শৈবলিনীর প্রণয় তাহাকে কি করিয়া তোলে এই ভয় যখন বিবাহ করিলেন, তখন প্রতাপের সহিত আমাদের বিমলার কি তুলনা হইতে পারে ? অন্য যাহাকে একবার হৃদয়ে স্থান দিয়াছে, তাহাকে কোন রমণী ভুলিতে চেষ্টা করে নাই। তবে যদি বল যে পরের স্বামীকে হৃদয়ে স্থান দিলে পাপ, পরস্ত্রীকে পাপ নহে, তবে না হয় যাক্ ছাই ভস্ম কি লিখিলাম। কেনইবা লিখিলাম জানি না। কাগজটুক খালি পড়িয়া থাকিবে এইজন্য একটি বক্তৃতা ঝাড়া

গেল মাপ করিও। সাধ করিয়া পত্র বাড়াইতে গেলে এই রকমই হয়।

আমার নিমিত্ত একখানা স্বর্ণলতা পাঠাইবে?

আমি ভাল আছি—

২৭শে শ্রাবণ, ১২৮৭। { অনুগতা দাসী
শ্রীমতী·········

---

৫ নং—শিক্ষা।

প্রিয়তমে!—তোমার ২৭ শ্রাবণ তারিখের পত্র* পড়িয়া বড় সুখী হইয়াছি। তুমি যে এত সুন্দর লিখিতে শিখিবে, কখন এরূপ বিশ্বাস করিনাই। তোমরা একটু ভাল লেখা পড়া জানিলে আমাদের যে কত আনন্দ হয়, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার?

ভাল লিখিতে কেহ শিখাইয়া দিতে পারে না। ইহার নিয়ম দেখিয়া, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কেহ ভাল লিখিতে শিখে নাই। তবে কিসে লেখা ভাল হয়, তোমার এই প্রশ্নের আমি কি উত্তর দিব? আমার নিজের লেখাও ততো ভাল নহে, আর হয়তঃ আমি প্রাণপণ করিয়া যাহা লিখিব তাহা অল্পদিন পরেই তুমি ফলদায়ক হইল না বলিয়া লম্বা এক বক্তৃতা ঝাড়িবে। অল্পদিনে ইহার ফল টের পাওয়া যায় না, ইহাতে আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া

---

* এই পত্রখানি খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

থাকে। যাহা হউক তোমার কথা আমার অলঙ্ঘনীয়; ফল হউক আর না হউক লিখিতেই হইবে।

যে বিষয় যখন লিখিবে, ধীরে ধীরে তৎসম্বন্ধে তোমার মনের ভাব গুলি সব জড় করিও। সহজ পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে যাইবার জন্য চেষ্টা করিও না। শব্দ গুলি সাধুভাষায় হইল কি না, শ্রুতিমধুর হইল কি না, প্রথমতঃ এই লক্ষ্য না থাকিয়া, মনের ভাব পরিস্ফুট হইল কি না এই দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত। ভাল লিখিতে শেখার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, বড় বড় লেখকের পুস্তকাদি মনোযোগ করিয়া পাঠ করা। আমি তোমাদের মধ্যে অনেককে দেখিয়াছি, একখানি নোটবুক করিয়া, সেই সকল পুস্তক হইতে, যে সকল কথা তোমরা অপরিবর্ত্তিতভাবে অথবা অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া খাটাইতে পার এমন সকল কথা উদ্ধার করিয়া রাখ। এই প্রকার অভ্যাস নিতান্ত নিন্দনীয়। এরূপ করিয়া কি কেহ কখন লিখিতে শিখে? তুমি হয়তো একটু মুচকি হাসিয়া মনে ভাবিবে যে না শিখিলে, তোমার লেখা এত প্রশংসা করিলাম কেন? তোমরা সাধারণতঃ একটু লেখা পড়া শিখিয়াই অহঙ্কারে ফাটিয়া পড়—একটু বোধোদয় পড়িয়াই, প্রাণেশ্বর ইত্যাদি লিখিতে পার দেখিয়াই, আপনাদিগকে বড় মূল্যবান মনে কর। সিভিলিয়ান ভিন্ন তোমাদের উপযুক্ত স্বামী খুঁজিয়া পাও না। তোমরা মনে ভাব যে তোমরা যে পরিমাণে শিক্ষিতা, সহস্রগুণে তদ্ধিক শিক্ষিত না হইলে, সে কখন তোমাদের পতির যোগ্য হয় না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? মনের উন্নতিসাধন বৈতো নয়? তবে লেখা পড়া শিখিয়া যদি মনের উন্নতি সাধন না কর—মনের উচ্চ প্রবৃত্তি সমুদয় সম্পূর্ণ বিকশিত না কর; নীচ প্রবৃত্তি গুলিকে দমনে না রাখ; তবে শিক্ষার কি ফল হইল? অতএব মনের উন্নতি সাধনে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিও। উত্তম উত্তম কাব্য খুব মনোযোগ করিয়া পড়িবে। দেখিবে শেষে সেই সকল পুস্তকের ভাষা তোমার এমন আয়ত্ত হইয়া পড়িবে যে, তোমার অজ্ঞাতসারে গ্রন্থকারের ভাষা তোমার নিজের হইবেক। আর অন্যের দুঃখে সহানুভূতি করিতে শিখিবে। আমি ভাল আছি তোমার মঙ্গল লিখিবে।

কলিকাতা,
২রা ভাদ্র ১২৮৭। তোমারই সেই——

উত্তর

নং ৪

(৫ নং পত্রের উত্তর)

প্রাণাধিক!—তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। আমি আবার কি লিখিতে পারি যে তার আবার প্রশংসা! যে দু এক লাইন তোমার কাছে লিখিতে পারি, তাহা আবার অন্যের কাছে হইয়া উঠে না। পূর্ব্বে মোটে লিখিতে পারিতাম না—তোমার অনুগ্রহে এখন তবু মনের দু একটা কথা তোমাকে জানাইতে পারি। ইহাতে তুমি যে

সন্তুষ্ট হইবে, তাহা আমি জানি, এবং জানি বলিয়াই অতো মনোযোগ করিয়া লিখিতে শিখিয়াছি নৈলে কালী কলম লইয়া অষ্ট প্রহর যুদ্ধ করার কাজ আমার নহে।

আমি এ পত্রে ভাবিয়া ছিলাম যে, তুমি অবশ্যই ভাল লেখার একটা কৌশল বলিয়া দিবে। কিন্তু তোমার পত্রে দেখিতে পাই সব ফাকা; সেই ঠাকুরদাদার কালের ভাল লেখার উপায়। সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য, এ পোড়া ছাই না লিখিয়া যদি তুমি একটী গল্প লিখিতে তবু পড়িতে একটু আনন্দ হইত।

বোধোদয় পড়িয়াই প্রাণেশ্বর ইত্যাদি লিখিতে পারি বলিয়াই আমারা যে আমাদিগকে মূণ্যবান মনে করি, সেও প্রভুদের গুণে। প্রভুরা একেবারে লেখা পড়াটা একচেটিয়া করিয়া নিয়াছিলেন, শেষে তাহার ফল ভোগ করিয়া আবার লেখা পড়ার আদর দেখাইতে লাগিলেন। এই, যে মূল্যবান্ জ্ঞান করি, এতো আর কিছু নহে, সেই আপনাদের আদরের মাহাত্ম। স্ত্রী বোধোদয় পড়িতে পারে বলিয়া, বন্ধুর নিকট "সুশিক্ষিতা" বলিয়া প্রশংসার পরিণাম। তুমি যে লিখিয়াছো "তোমরা মনে ভাবিবে তোমরা যে পরিমাণে শিক্ষিত সহস্রগুণে ততোধিক শিক্ষিতা না হইলে, সে কখন তোমাদের পতির যোগ্য হয়না" এ কথাটি ঠিক। কিন্তু ভাব দেখি আমাদের এইরূপ যাঁহারা ভাবেন তাহারা ভাল করেন না মন্দ করেন। তোমাদিগের শিক্ষা আমাদিগের শিক্ষা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক।

আমাদিগের মধ্যে যে খুব শিক্ষিত, সে যদি তোমাদিগের মধ্যে যিনি খুব শিক্ষিত তাঁহার পরিণয়ার্থিণী না হন তবে কি শিক্ষিতের অপমান করা হয় না? তবে দেখ নিয়ম মত কার্য্য হইয়া আসিলে প্রত্যেকেই সহস্রগুণ অধিক শিক্ষিত স্বামী বরণ করিতে পারেন কি না?

একবার ভাব দেখি, আমাদের যতদোষ দেখিতে পাও সে সব প্রকৃত আমাদের না তোমাদের। আমাদের দোষের মধ্যে যা বল তোমাদিগকে অনুকরণ করি—তা—যাক্ আর লিখিব না। ইতি।

১২ই ভাদ্র; ১২৮৭। { অনুগতা দাসী
শ্রীমতী—— ——

৬ নং—ব্যবহার।

প্রিয়তমে!—তোমার ১২ই তারিখের চিঠী খানি অদ্য পাইয়াছি। অনেক দিন হইতে আমার যে ইচ্ছা ছিল, তাহা অদ্য পূর্ণ করিতে যাইতেছি। কাহার সহিত কি রূপ সম্বন্ধ, কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে তোমাকে লিখিয়া জানাইব। এই সকল বিষয় জানা থাকিলেও যখন এতদিন জান বলিয়া জানাও নাই; তখন আমার ইহা লেখা অতিরিক্ত বোধ না হইতে পারে।

তোমরা অনেকে স্বামীকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান কর। ইহাতে আমাদের বড় ক্ষতি হয়। তোমরা ভাল বাসিয়া

আমাদিগকে দেবতা স্থানীয় কর, ক্ষতি নাই; দেবতা ভাবিয়া ভাল বাসিও না। আমি সেকেলে লোকদের মতন শয্যায় যেতে এক প্রণাম ও উঠিয়া আসিতে এক প্রণামে তুষ্ট হই না। স্বামীর সহিত স্ত্রীর কি সম্বন্ধ তাহা তোমাদের জানা উচিত; জানা উচিত যে, ইহাদের মধ্যে প্রভু ও ক্রীত দাসীর সম্বন্ধ নহে; জানা উচিত যে, স্বামীর ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি তুল্য অধিকার। বলিতে পার যে তোমরা আমাদিগকে এমন ভাল বাস যে, তোমাদের যাহা দেয়, তাহা যথা সর্ব্বস্ব আমাদিগকে দিয়া বসিয়াছ, শরীরের উপর আংশিক, মনের উপর একাধিপত্য প্রদান করিয়াছ; ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে আত্মত্যাগের প্রশংসা করি না কেন? ভাল কথা, ভাল বাসিয়া এরূপ আত্মত্যাগ করা দেবতার কার্য্য; অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে বস্তু দান করিলে, ইহাতে পূর্ব্বে তোমাদের কিছু অধিকার ছিল কি? ইহার মূল্য তোমরা জ্ঞাত ছিলে কি? যদি তাহা না হয়, যদি তোমরা প্রাচীন কালের অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূতা হইয়া স্ব স্ব জীবনের স্বাধীনতার মূল্য না জানিয়া, আমাদিগকে সমর্পণ কর তাহা লইয়া আমরা কি রূপে সুখী হইব। নিজের অধিকার, বিবাহের উদ্দেশ্য, স্বাধীনতার মূল্য আগে জান; তার পরে আমাদিগকে দান কর, সাদরে গৃহীত হইবে। নতুবা তোমার দান তো বিধিসঙ্গত নহে—হরি বোল হরি, কি লিখিতে কি লিখিয়া বসিলাম—ঔষধের ব্যবস্থা লিখিতে গিয়া রোগের বিচার

আরম্ভ করিলাম ! স্বামীর প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, সম্বন্ধ লিখিতে লাগিলাম। আবশ্যক হইলেও, যাহা আমি লিখিব না ভাবিয়াছিলাম তাহাই লিখিয়া বসিলাম ; যাহা লিখিয়াছি, তাহা কাটিব না। মনে যেন থাকে, মহাদেব বিষ জীর্ণ করিতে পারেন বলিয়া সকলে তাহা পারে না। তুমি জীর্ণ করিতে পারিবে বলিয়া, অন্যের অবস্থা না জানিয়া কখন প্রয়োগ করিও না। ইহা প্রয়োগ করিতে সুনিপুণ চিকিৎসক আবশ্যক।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কর্ত্তব্য, তাহা আমি নিজে না লিখিয়া অন্যের প্রতি বরাত দিতে ইচ্ছা করি। জ্ঞাতব্য বোধ হইলে, ইহা দ্বারা আমার কোন গূঢ় ভাব সিদ্ধ হইবে। তোমরা স্বামীর দুঃখে—নিদ্রা সুখে—সঙ্গীত বিপদে —হরিনাম প্রণয়ে—শান্তি শিক্ষায়—শ্রীমদ্ভাগবত হও ! স্নেহে—সূর্য্যমুখী, ধর্ম্মে, উচ্চান্তঃকরণে ও ত্যাগ স্বীকারে—(বঙ্গবিজেতার) বিমলা রসিকতায়—কমলমণি শুশ্রূষায়—আয়েষা সরলতায়—কুন্দনন্দিনী বা সরলা (বঙ্গ-বিজেতার) ; স্বভাবে মনোরমা বা কপালকুণ্ডলা হও আমি ভরসা করি যে, এই সরল স্বভাব উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া, আমাকেও আদর্শস্থলের একটি লিষ্টি প্রদান করিবে।

নিজের পিতামাতাকে যে ভাবে দেখ, স্বামীর পিতা-মাতাকেও সেই ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিও। তোমরা পিতামাতাকে বড় লঘু বলিয়া মনে কর, তাহাদের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্যটী ভুলিয়া যাও। অনেক স্ত্রীলোককে

বলিতে শুনিয়াছি যে, স্বামী, পিতা মাতা হইতেও উচ্চ। এও কি কখন হয়? পৃথিবীতে পিতা-মাতা জীবন্ত দেবতা; ইঁহারা তোমাদিগকে যেরূপ স্নেহ-ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পরিশোধনীয় নহে। পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তো এ ঋণ পরিশোধই করা যায় না। এ ঋণ অন্যরূপে পরিশোধ করিতে হয়। আপনার সন্তানের প্রতি সেইরূপ স্নেহ করিয়া এ ঋণ পরিশোধ করা যাইতে পারে। পিতা মাতা দালাল মাত্র, ধন তাঁহাদের নয়। যাঁহার ধন তাঁহাকে ঐ রূপ ভিন্ন অন্য কোন রূপে প্রত্যর্পণ করা যায় না। তবে কি সন্তানের প্রতি স্নেহ করিলেই, এ ঋণের যথেষ্ট পরিশোধ হইল? তাহা নহে, দালালীই বাকী রহিল। এ যেমন তেমন দালালী নয়, যেমন ধন তেমন দালালী; এই টুক পিতা মাতার প্রাপ্য এই দালালী "আজীবন যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা সুশ্রূষা করা" সর্ব্বদা মনে রাখিও।

পিতামাতার উচিত, সন্তানকে যথাসাধ্য শিক্ষিত করা। ছেলেই হউক, মেয়েই হউক যখন সন্তান-পালান রূপ একটী মহৎ ভার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা এ বিষয়ে ঔদাস্য করিলে, ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন। অনেকেই সন্তান সন্তান করিয়া অস্থির হন এবং সন্তান না হইলে, জীবন বৃথা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সন্তান হইলে কত বড় গুরুভার যে তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া চাপিল, তাহা মনে ভাবেন না। ছেলে হইলে যৎসামান্য লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া এবং

মেয়ে হইলে পাত্রসাৎ করাই সন্তানের প্রতি জনক জননীর কর্ত্তব্যের সমষ্টি নহে। শিক্ষা বিষয়ে পুত্র কন্যা ভেদ করা উচিত নহে। কেবল মাত্র অর্থোপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা জন্মানই শিক্ষার ফল নহে। মাতার একান্ত কর্ত্তব্য শিশুকাল অবধিই সন্তানদিগের মনে সদ্‌বৃত্তি সকল বিকশিত করিয়া, সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা করা। এ বিষয়ে যিনি ঔদাস্য প্রকাশ করেন, তাঁহার সন্তান সন্তান করিয়া ব্যগ্র হওয়া উচিত নহে। মাতা হইতে অনেক আবশ্যক।

শ্বশুর-শাশুড়ী পিতা-মাতার পরেই উচ্চ স্থান পাইতে পারেন। তোমার এ বিষয়ে বড়ই ত্রুটী দেখিতে পাই, তুমি যে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা না কর তাহা নহে; তবে আমি সেই সকল কার্য্যের মধ্যে বাধ্যতা যতদূর বোধ করিতে পারি ইচ্ছা সে রকম উপলব্ধি করিতে পারি কৈ? তাঁহারা তোমার কাছে যেন পর পর বলিয়া বোধ হয়। কেন? যাহাদিগকে মুখে ব্যাখ্যা করিবার সময়ে পিতা-মাতার সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার কর, তাঁহাদিগকে এত দূরসম্পর্কান্বিত কিরূপে মনে কর? আমার জনৈক বন্ধু বলিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার মাতার সঙ্গে কথা কহিতেন না। কি হাস্যজনক কথা! মাকে লজ্জা! মার কাছে যেমন করিয়া আপনার সুখ দুঃখ জানাও, তাঁহার সুখ-দুঃখের ভার গ্রহণ কর; শাশুড়ীর কাছেও কি সেই রূপ আবদার করিয়া, তোমার অভাব জানান, ও তাঁহার সুখ দুঃখে সহানুভূতি দেখান

উচিত নয়? আমি ঐ বন্ধুর নিকট আরো ও জানিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে অনেকের অপূর্ব্ব সাহস—স্বামীর নিকট তাঁহার পিতা মাতার বিরুদ্ধে কত কথা বলিয়া তাঁহাদের মাতৃ-পিতৃ-ভক্তি চটাইয়া দেও। বলিতে পার যে এতে কি শুধু যাহারা কুপরামর্শ দেয় তাহারা দোষী, না, যাহারা তাহা গ্রহণ করে তাহারাও দোষী? শেষোক্তের দোষ, আমি অস্বীকার করিনা; কিন্তু সে দোষে আর তোমাদের দোষে আকাশ পাতাল প্রভেদ; একের অবস্থা দেখিয়া আমাদের দয়া ও কষ্ট হয়; অন্যের অবস্থা দেখিয়া রাগ ও ঘৃণা হয়। এই যে কত পিতা-পুত্রের বিসম্বাদ দেখিতেছ; মূলে অনুসন্ধান কর, স্ত্রীর কুপরামর্শই তাহার কারণ দেখিতে পাইবে। স্বামী যতই কেন সাধু হউন না, মনুষ্যতো কতদিন স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া ন্যায়-পরায়ণতার অনুরোধে সুখ বিসর্জ্জন করিতে পারেন? সর্ব্বদা মনে রাখিও তোমারা আমাদের, আমরা তোমাদের, সুখের সামগ্রী,—বিলাসের সামগ্রী, কিন্তু পিতা মাতা তাহা নহে। শাশুড়ীরও পুত্রবধূকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখা উচিত। তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, যে, পুত্রবধূকে ভাল বাসিলে পুত্র সুখী হয়। এই কথাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। নিজের ভাই বোন, এবং স্বামীর ভাই বোন একই কথা। আজ কাল ভাশুর, দেবরের লজ্জা উঠিয়া যাইতেছে। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা বলিতে পারি না। এখন প্রতি-ঘাতের সময় আসিয়াছে। এ অবস্থায় আরম্ভ বড়

গোলমেলে। এ সময়ে পরিবর্ত্তনের পক্ষ সমর্থন না করিয়া, তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করাই ভাল। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিবার অভিপ্রায়ে নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে সুনাবিকেরা ঠিক সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া পাড়ি ধরে না। তাহার অগ্রস্থিত বা পশ্চাৎস্থিত কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেয়, স্রোতে তাহাকে অভিপ্রেত স্থানেই নিয়া পৌঁছায়। আমরা যদিও সমাজ-সংস্করণ ভাল বাসি. এখন আমাদের সেই ইচ্ছা সংযম করিতে হইবে। কালের গতিতে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা সংস্কার সংস্কার করিয়া উন্মত্ত হই, এত সংস্করণ হইবে যে, সমাজ ঐ একটুকু অধৈর্য্যের জন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে।

ভাশুরপত্নী, দেবরপত্নী,—বড় বোন আর ছোট বোন; ইহাদের সঙ্গে তোমাদের এত বিবাদ হয় কেন? ভ্রাতৃ বিরোধমাত্রেই তো তোমাদের দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাই ভাই প্রথমে কোথায় ঝগড়া হইয়া থাকে? বৌদের মধ্যেই এর প্রথম সূত্রপাত। এসব কেন? শুদ্ধ তোমাদের অনুদার অন্তঃকরণ এবং অসহনশীল স্বভাবের দোষে। আমি যত ভ্রাতৃবিরোধের কথা শুনিয়াছি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছি, প্রত্যেকের ভিতরেই তো তোমরা অদৃষ্ট হইয়া কার্য্য, ঘটাইয়াছ। "ও ওর ছেলেকে দুধটুকু খাওয়াইয়া দিল, আমার ছেলে ক্ষিধের ছট্ ফট্ কচ্চে", "আমি আজ এত কাজ কল্লেম, ও কিনা পেটবেদনার

ছুতো করে অকাতরে ঘুমুচ্ছে” ইত্যাদি সমান্য কথায় সামান্য কারণে ভ্রাতৃগণের অন্তঃকরণে চিরকালের জন্য অসুখ-বীজ বপন কর। ইহা কি শুদ্ধ তোমাদের ক্ষুদ্রান্তঃকরণ এবং অক্ষমাশীল চরিত্রের ফল নহে? অতি সাধারণ—যাহা মনুষ্য মাত্রেরই মনুষ্যকে করা উচিত—ক্ষমার অভাবে, কত ঘোর বিপ্লব উপস্থিত কর।

শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তোমার ব্যবহারে প্রতিবেসিনীগণ সকলেই সন্তুষ্ট আছেন। তুমি তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান এবং স্নেহ কর। বৃদ্ধাদিগকে মাতার ন্যায়, সমবয়স্কাদিগকে সখীর, এবং বালিকাদিগেকে ছোট ভগিনীর ন্যায় দেখ। যাহার যখন যেরূপ কষ্ট হয়, সাধ্যানুযায়ী তন্নিবারণে যত্নবতী হও। কেহ পীড়িতা হইলে যথাসময়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শুশ্রূষা করিয়া থাক। আরো শুনিতে পাইলাম, কয়েকটী বালিকাকে নাকি তুমি নীতি শিক্ষা দিতেছ। ইহাতে আমি যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি, তাহা যদি কখন আমার প্রশংসা শুনিয়া থাক বুঝিতে পারিবে। মনুষ্য পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষ, এবং পরোপকার একটী প্রধান ধর্ম্ম, এই দুটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও।

দাস দাসীদিগকে তিরস্কার করা অতি নির্দ্দয় হৃদয়ের কার্য্য। তাহাদিগের অপরাধ অনেক সময় মার্জ্জনা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। ইহাদিগের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া যেরূপ স্বভাব ঠিক করা যায়, এরূপ আর কিছুতেই নহে। দয়া গুণে

সকলকে বশীভূত কর। আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ ?

কলিকাতা, ১৭ই ভাদ্র ১২৮৭। } তোমারই সেই——

উত্তর

নং ৫।

(৬ নং চিঠীর উত্তর)

প্রিয়তম !—১৭ই ভাদ্র তারিখের পত্রে ব্যবহার সম্বন্ধীয় উপদেশ পাইলাম। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে প্রভু ও ক্রীতদাসীর সম্পর্ক নহে, একথা তুমি কি আজি নূতন বলিলে ? স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কর্ত্তব্য তাহা তোমার শিখাইয়া কাজ নাই আর্য্য রমণী মাত্রেই তাহা অবগত আছে, কিন্তু পুরুষের কি কর্ত্তব্য আগে সেইটা বল। বল যে স্ত্রীলোক বলিয়া, ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলিয়া, স্ত্রীকে স্বামীর অবহেলা করা উচিত নহে। যখন স্বামীর সুখের ও দুঃখের, প্রসংসার ওনিন্দার সমভাগী একজন রহিয়াছে তাহাকে একেবারে আদৌ জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। বল যে, স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করে বলিয়া তাহাতে ঘৃণা বা ক্ষতি বোধকরা উচিত নহে, যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহাকে পূজা করিবে ইহাতে অপরাধ কি ? বল যে, স্ত্রীকে ভক্তি কমাইতে না বলিয়া স্বামীর সেই ভক্তির উপযোগী হইতে চেষ্টা করা উচিত।

"জ্ঞাতব্য বোধ হইলে, ইহাদ্বারা আমার কোন গূঢ়ভাব সিদ্ধ হইবে" এ গূঢ় ভাবটি কি ? ঐ নভেলগুলি পড়াইনা ? তাহা তোমার এ পত্রের অনেকদিন পূর্ব্বে আমি পড়িয়া সারা হইয়াছি ; এবিদ্যা ফলাইয়া পারিবে না। যদি 'নভেল' পড়িয়াছি বলিয়া রাগ কর, তবে আমি এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি যে, আমাদের বাঙ্গলা নভেল স্ত্রীলোকের যত উপযোগী পুরুষের ততো নহে। তোমরা 'নভেল' পরিলে স্ত্রীলোক হইয়া যাও আমরা পড়িলে আমাদের প্রাকৃতিক স্বভাব পুনঃ প্রাপ্ত হই। যাহার রুচি সম্যক বিশুদ্ধ নহে, তাহা তোমাদেরও পড়া উচিত নহে আমাদেরও নহে। তোমরা যাহা পড়িতে পার, আমরা তোমাদের অপেক্ষা কম শিক্ষিত হইলেও তাহা পড়িতে পারি। স্বভাব নির্ম্মল রাখিতে তোমাদের অপেক্ষা আমরা অধিক বীরত্ব দেখাইয়া থাকি ও দেখাইতে পারি।

তুমি আমাকে এত হইতে বলিলে, আমি তো তোমাকে কিছুই হইতে বলিতে পারিলাম না। "দুঃখে—নিদ্রা, সুখে—সঙ্গীত, বিপদে—হরিনাম শিক্ষায়—শ্রীমদ্ভাগবত", এ পর্য্যন্ত ফিরাইয়া লিখিতে পারি। আর কিছুই পারিনা। আর কাহাকে আদর্শ করিতে লিখিব, জগৎসিংহের মত হও লিখিতে পারিনা ; কেননা তাহার কেবল মাত্র একটী গুণ দেখিতে পাই, তাহা তোমাকে অনুকরণ করিতে বলাও বা "ভারত উদ্ধারের" বিপিন কৃষ্ণ হইতে বলাওতা। হেম চন্দ্র, প্রেমদাস, এরাও এই স্থানীয়। শ্রীশ—তা আর তোমাকে না বলিলেও চলিবে, তোমার বেশভূষার প্রস্তাবের

ফুট নোট দেখিলে কেনা বলিবে যে তুমি শ্রীশচন্দ্রের শিক্ষকস্থানীয়। নগেন্দ্রের, নবকুমারের বা গোবিন্দলালের মত হইতে বলিতে কেমন ভয় হয়। খুঁজিয়া তো একটিও পাইলাম না। এর একটু ওর আদটুকু করিয়া যোড়াইয়া লইলে একটি নমুনা হয় বটে ; কিন্তু তাহা করিতে পারি না। কারণ যাহার একটুক গুণের অনুকরণ করিতে বলিব, সেই নামটি পাইয়া, আমাকে অধিক সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় যদি সবগুণের অনুকরণ করিতে, পাছে কোন বিপদেপড় এই আশঙ্কা। এঁরা সকলেই তো প্রায় স্ত্রীরজন্য কষ্ট পাইয়াছেন, পাছে আবার তোমার আমার জন্য কষ্ট পাইতে হয়, এইজন্য "আদর্শ স্বলের একটি লিষ্ট" পাঠাইলাম না।

পিতামাতার কথা বেস্ লিখিয়াছ। কিন্তু একটি কথা, পিত্রালয় হইতে পতিগৃহে গমন কালে রমণীগণের রোদন দেখিলে তোমরা ছেলেমি বল কেন? বল এক কর আরএক।

স্বামী স্ত্রীর কুপরামর্শে পিতা মাতা ভ্রাতার সহিত যে ঝগড়া করে সে দোষটি কেমন কৌশলে তুমি অবলাদের উপরে চাপিলে। "শেষোক্তরে ইত্যাদি···পারে?"। ইহার আমি একটি উত্তর দিতে ইচ্ছা করি। আমরা যে অশিক্ষিতা, অসহনশীলস্বভাবশালিনী, অনুদারচিত্তশালিনী, ইত্যাদি ইত্যাদি ইহাতো তোমরা জানই। তবে আমাদের কথা আমাদের কুপরামর্শ গ্রহণ করিলে, দোষ তোমাদের বেশী না আমাদের বেশী। তুমি যেমন লিখিয়াছ, "তোমরা

অনেকে স্বামীকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান কর। ইহাতে আমাদের বড় ক্ষতি হয়।” আমিও সেইরূপ লিখিতেছি যে তোমরা যে একবারে আমাদের দাসানুদাস হইয়া আমাদের প্রত্যেক আজ্ঞা পালন কর, ইহাতে আমাদের বড় ক্ষতি হয়। “ সর্ব্বদা.........সামগ্রী” তোমাদের নিকট এই রূপই বোধহয় বটে, কিন্তু আমরা মনে করি যে ইহার মধ্যে আরো কিছু আছে। পরের অর্থে স্বার্থলাভকরার অভ্যাস যেন এইখানেই প্রথম শিক্ষা। প্রণয় যে কেবল সুখের জন্য এরূপ আমরা বোধ করিতে পারিনা—স্বার্থত্যাগের জন্যই প্রণয় এই আমাদের মনের ধারণা তবে জানিনা তোমরা কি বল।

পত্রখানি বড় বড় হইয়াছে, এইখানেই ইতি দেওয়া যাক্। আমরা ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

২৫শে ভাদ্র; ১২৮৭। { অনুগতা দাসী শ্রীমতী————

নং ৭ বিবিধ।

প্রিয়তমে!—আজ তোমাকে কয়েকটী কথা লিখিতে ইচ্ছা করি। উপেক্ষার দিন গিয়াছে; বোধ হয় এখন আমি বিলক্ষণ ভরসা করিতে পারি যে, নিম্ন লিখিত বিষয় কয়েকটী তুমি অনাদর করিবে না। শূন্যহৃদয় মানব শূন্য কলসীর ন্যায় জল গ্রহণ করিতে প্রথমে বক্ বক্ করে বটে, কিন্তু

অর্দ্ধ জল পূরিত হইলে, আপনা আপনিই জলে নিমজ্জিত হয়।

১। বিবেক শক্তি—জগৎপাতা জগদীশ্বর হিতাহিত বিবেক শক্তি প্রদান করিয়াই, মনুষ্যগণকে তাঁহার সৃষ্টির প্রধান করিয়াছেন। এই শক্তি সকলেরই আছে; জ্ঞানী হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই সমান অংশে এই শক্তিসম্পন্ন। আমরা যাহা কিছু করি, ইহার আজ্ঞানুযায়ী হইলেই অত্যন্ত সুখপ্রদ হয়। ইহার অনভিমতে হইলে, অনুতাপ হৃদয়কে স্তরে স্তরে পোড়াইয়া থাকে। সৎ, অসৎ, ভাল, মন্দ, এই শক্তিদ্বারাই উপলব্ধি হয়। বালককে—কেবল মাত্র স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে শিখিয়াছে এরূপ বালককে—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, যাহা করিতে গেলে, কে যেন অন্তরের ভিতরলুকায়িত থাকিয়া নিষেধ করিতে থাকে, যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে, সেই কার্য্যই অসৎ কার্য্য। কিন্তু তোমাকে আমাকে শুধু এই টুকু বলিলে যথেষ্ট হয় না, কারণ এই শক্তি আমাদের উপর এত অল্প শক্তি প্রকাশ করে যে, আমরা সহজেই ইহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি। পাপীর প্রথম পাপকার্য্য করিবার সময় হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিতে থাকে। বিবেক-শক্তি উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে উক্ত কার্য্য করিতে নিষেধ করে। যদি সে ইহা না শুনিয়া, বিবেক শক্তির আজ্ঞা অবহেলা করিয়া, এই কার্য্য সম্পন্ন করিল; বিবেক শক্তি আর এক-

বার আসিয়া একটু একটু আঘাত করিয়া তাহাকে ঐ কার্য্য পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিবে। তখন তাহার প্রত্যেক শিরা মধ্যে দুঃখের রক্ত বহিতে থাকিবে। কিন্তু ঈশ্বর কৃপাময়, তিনি আমাদের এদুঃখ দেখিতে পারিবেন কেন? অতি অল্পকাল পরেই, কার্য্যকর্ত্তা এইসকল দুঃখ ভুলিয়া যায়। যদি ইহাতেও সে উক্ত কার্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হয়, যতবার উহা করিতে যাইবে, প্রায় ততবারই বিবেকশক্তি নিষেধ করিবে; কিন্তু ক্রমশঃই নীচস্বরে। একবার যে দেখিতে পাইল যে, তাহার কথা কেহ লইতেছে না, সে আবার কোন্ মুখে পূর্ব্বের ন্যায় বড় গলায় নিষেধ করিবে? কিন্তু তবু, বিবেকের সে অপমান ততো বোধ নাই, তাই সে ধীরে ধীরে নিষেধ করিতে থাকিবে। কিন্তু অতি বড় মহৎ ব্যক্তিও কতবার অপমান সহ্য করিতে পারে? এক বার, দুইবার, তিনবার, আর না। যথন বিবেক দেখিল যে, অবজ্ঞার পর অবজ্ঞা,—এমন কি, এখন তাহার কথা শুনিতে একবার ফিরিয়াও চাহিতেছে না তখন সে আর কি করিবে? নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে। যে অনেক নরহত্যা করিয়াছে, তাহার আর শেষে নরহত্যা করিতে কষ্টবোধ হয় না। আমাদের অনেক কার্য্য বিবেকের অনভিমতে হইলেও, পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের জন্য মন্দ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিনা; তথাপি গত বিষয়ের অনুশোচনা না করিয়া, যে টুকু বুঝি তাহাই পালন করি না কেন? একবার যাহা পাপ বলিয়া জানিলাম, তাহা আবার করিতে যাই

কেন? এই বিবেক শক্তি উচ্চৈঃস্বরে যে সকল কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছে, এই "মনুষ্য আশ্রিত ঈশ্বরের স্বরকে" উপেক্ষা করিয়া সেই কার্য্য করিতে যাইতেছি কেন? যিনি এত দয়াবান্ যে, আমরা তাঁহার অনভিমতে কার্য্য করিয়াও মনকে অন্য রকম কার্য্যদ্বারা শান্তিলাভ করাইতে পারি, তাঁহর আজ্ঞা,—তাঁহার স্পষ্ট মনুষ্যশ্রবণ-যোগ্য আজ্ঞা—লঙ্ঘন করি কেন?

কখন, অন্যের কথা, অন্যের উপদেশ অন্ধভাবে অনুসরণ করিওনা। তুমি অল্পবোধসম্পন্ন হইলেও তোমাতে এমন একটী জ্ঞান আছে, যাহা অভ্রান্ত! মহাজ্ঞানীর জ্ঞানও ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। এমন জ্ঞান থাকিতে আবার অন্যের কাছে ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিতে যাই! আমাদের পিতার এত দয়া যে, আমাদের সকলকেই এরূপ শক্তি দিয়াছেন যে, অনন্তসাহায্যাপেক্ষ হইয়া ও মনুষ্য জ্ঞান তুলনায়, যাহা অতি কঠিন সমস্যা তাহাও আমরা ভেদ করিয়া সত্য বাহির করিতে পারি। যাহা ভাল না মন্দ, তুমি জাননা অথচ তোমার জানা আবশ্যক, ধীরে ধীরে বিনীত ভাবে, অন্তঃকরণের নিকট জিজ্ঞাসা করিও প্রকৃত উত্তর পাইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থণা করিও "দয়াবান্! আমি ইহা বুঝিতে পারিলামনা, বুঝাইয়া দেও"। অনাবশ্যকীয় না হইলে দয়াবান্ হরি, অবশ্য তোমার কথায় কাণ দিবেন। তথন যাহা বুঝিতে পাইবে সহস্র নিউটন, সহস্র মিলের বুদ্ধিশক্তি তাহার নিকট হারি মানিবে। আমরা যথন কোন অন্যায়

কার্য্য করি, আমাদের বিবেকশক্তি বড় কষ্ট পায়; যে এত উপকারী, যে এত শ্রদ্ধার জিনিস তাহাকে কি কষ্ট দিতে হয়?

২। ধর্ম্ম—ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহার আজ্ঞা পালনই ধর্ম্ম। পূর্ব্বে তোমাকে যে বিবেকশক্তির কথা লিখিয়াছি, উহাই আমাদের ধর্ম্মের উপদেষ্টা—আচার্য্য। সত্য মাত্রই ধর্ম্ম; ইহা প্রত্যেক হৃদয়ে অবস্থিতি করে। যেরূপ কোন শোচনীয় দৃশ্য দেখিলে, নয়ন হইতে যে জলধারা বহির্গত হয়, সে জলধারা বাহ্য পদার্থ নয়, অন্তর্গত পদার্থ; তাহার কারণ ঐ দৃশ্যে নয়, ঐ দৃশ্যের সহিত মনের ভাব বিশেষের সন্নিপাতে; সেইরূপ ধর্ম্ম লোকের বাহ্য পদার্থ নয়, ভিতরের পদার্থ; উহার বিকাশের কারণ অন্য পদার্থে, অন্য বাক্যে নয়, হৃদয়ের সহিত সেই ভাবোদ্দীপক বাক্য কিম্বা পদার্থের সহানুভূতিতে। ঈশ্বর এই ভাব কর্ষণ করিতে কাহাকেও অন্যের সাপেক্ষ করিয়া সৃজন করেন নাই। তবে আমি তোমাকে এরূপ লিখিতেছি কেন? ইহাতো তুমি আপনা আপনিই বুঝিতে? কিন্তু ঠিক তাহা নয়। তোমার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে সত্য কিন্তু তাহা বিকশিত হইবার অবকাশ আছে কৈ? প্রকৃতির সহিত মনুষ্য অন্তঃকরণের এত সহানুভূতি যে, বাহ্য জগতের সঙ্গে এক-ক্ষেত্রে না আসিলে, এভাব বিশুদ্ধভাবে বিকশিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। পৃথক পৃথক ভাব বিকাশের জন্য, পৃথক পৃথক দৃশ্য সৃষ্ট হইয়াছে। অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া ঘরে বসিয়া

থাকিলে সেই সকল ভাবের স্বতঃ বিকাশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি শিশুকাল কোন গৃহে অতিবাহিত করিয়া অল্প ধারণা সম্পন্ন হইতে না হইতেই, স্থানান্তরিত হইয়া অন্যদেশস্থ অন্য রকম গৃহে প্রতিপালিত হই, ঐ স্থানে মানুষ হইয়া অনির্দ্দিষ্ট ক্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে যদি সেই গৃহে আর একবার আসিয়া পড়ি; তাহা হইলে অন্যে না বলিয়া দিলেও আমার মনে ঐ ঘর দেখিয়া যেরূপ ভাবের উদয় হয়, যেরূপ দৃশ্য পরিচিত পরিচিত বলিয়া বোধহয়; সেইরূপ দৃশ্যবিশেষ দ্বারা আমাদের হৃদয়ে এরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব উদ্রেক হইয়া পড়ে যে, অভূতপূর্ব্ব হইলেও উহা পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ প্রকৃতির সহানুভূতিতে যাঁহারা মনের ভাব সমূহের বিকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক। আমরা, যাহারা নিজেরা ঐরূপ হইতে পারিনাই, ঐ সকল ধার্ম্মিকের অভিজ্ঞতার ফল ভোগ করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহারা যাহা বলিবেন, বিবেকশক্তির সঙ্গে মিলাইয়া দিব। মিলিলে, সত্যবলিয়া গ্রাহ্য করিব; যথাসাধ্য পালন করিব। না মিলিলে, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সত্য বলিয়া, ধ্বনিত করুক না কেন, অবাধে পায়ে ঠেলিব।

কোন ধর্ম্মই অবহেলনীয় নহে। যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষকে ঘৃণা করে, সে অন্যায় কার্য্য করে। যে অন্যের পরামর্শ, অন্যের উপদেশ শুনিয়া নিজের বিবেকশক্তির সঙ্গে না মিলাইয়া ধর্ম্মান্তর

অথবা প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে সম্প্রদায়ান্তর ভুক্ত হয়, সে ততোধিক অন্যায় কার্য্য করে। পরের বিচার জ্ঞানের অনুপাত অনুসারে হইবে। না বুঝিয়া, অনিচ্ছা করিয়া সৎকার্য্য করিলেও তাহা প্রসংশনীয় নহে।

৩। পরিচ্ছন্নতা—তোমারা সাধারণতঃ বড় অপরিষ্কৃত থাক। আমি তোমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই পারিয়া উঠিলাম না। আবার এর জন্য কিছু বলিলে, অমনিই বলিয়া বসিবে "তবে, তোমরা আসিয়া আমাদের কাজ কর আমরা তোমাদের মত বাবু হয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে থাকি"। তোমরা মনে মনে নিশ্চয়ই ভাব যে, আমরা কোন পরিশ্রমই করি না; যত পরিশ্রম তোমরাই কর, আর তোমরা যে কাজ কর, তাহাতে পরিষ্কৃত থাকিবার কোন সম্ভবই নাই। কি চমৎকার ধারণা! আমি যতবার তোমাকে দেখিয়াছি, আমার মনে হয় না, আমি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন কবে তোমাকে পরিষ্কার দেখিয়াছি। শুধু যে তুমি অপরিষ্কার থাক তাহা নয়, পরিচ্ছন্নতার উপরেই তোমার ঘৃণা আছে না? ভাল কথা, এতদিন আমার মনে ছিলনা; বল দেখি সে দিন কোন বউকে তোমরা সকলে একত্র হইয়া, এত নিন্দা করিয়াছ? আমি আর কারো কথা শুনিতে পাই নাই। কেবল তোমাকেই বলিতে শুনিয়াছি "ও সেই, তার কথা রেখে দেও। আমি তাহাকে যে কদিন দেখেছি একদিনও আমার বোধ হয় নাই যে, সে কোন কাজ করে। সে যে

ও বাড়ীর বউ এ জানা না থাকলে, একজনে হঠাৎ দেখলেই বোধ করিবে যে, সে ওবাড়ীতে বেড়াতে এসেছে"। আমি এ কথা শুনিয়া বড় খুসী হইয়াছিলাম। ছেলেরা ছোটবেলায় সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিয়া যেরূপ লোকের নিকট জানাইতে যায় যে সে বড় লিখিয়াছে, তোমরাও বুঝি অপরিষ্কৃত থাকিয়া আমাদিগকে জানাও যে তোমরা খুব কাজ কর। তা নাহলে তুমি সে বউটীকে পরিষ্কার দেখিয়াই কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলে যে, সে কোন কাজ কর্ম্ম করে না।

অপরিষ্কার থাকিলে যে কত রকম ব্যরাম হইবার সম্ভাবনা, তা যদি একবার জানিতে, তাহা হইলে আজ আমার এজন্য লিখিয়া মরিতে হইত না। আমার এক বন্ধু * * * বলিয়াছেন যে, তিনি অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছেন যাহারা, খোপা বাঁধাটি ভাল হইয়াছে, তাহা আবার খুলিয়া যাইবে, এই জন্য সেই দিনকার স্নানই বন্ধ করেন। কেউবা মুখ খানিতে একটু তেল মাখিয়া, পরিধেয় বস্ত্রের এক আঁচল দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন। কেউবা চুল বাঁধিবার সময়ে, একটু তেল মাখিয়া বাঁধিলেন। শেষে মাথায় একটু জলের ছিটে দিয়ে স্নান সমাপ্ত করিলেন। বল দেখি ইহা শুনিতেও কি ঘৃণা বোধ হয় না? থাকিবেতো পেত্নীর মতন, তাহাতে আবার খোঁপা ভাঙ্গিবার ভয়ে স্নান করিবে না, আবার এর জন্যে তিরস্কার করিলে বলিবে কি না, মাটীর শরীর মাটীতে মিলাইবে, তার জন্য আবার এত যত্নে প্রয়োজন কি? এ সময়ে দিব্য জ্ঞানী হইয়া বসিবে, সাধ্য কি তোমাদিগকে পরাস্ত করি?

তোমাদের মধ্যে আবার অনেকে অশোধিত নারিকেল তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে যে শরীরে কত অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা বলিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। যেরূপ মনের উন্নতি করা, ধর্ম্মের উন্নতি করা, কর্ত্তব্য কার্য্য; সেই রূপ শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও কর্ত্তব্য কার্য্য।

আমার ঐ বন্ধু আরো বলিয়াছেন যে একদিন তিনি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। সামনে এক বাড়ী বিবাহ, বড় ধূম নহবত উঠিয়াছে। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে সেই বাদ্য শুনিতে শুনিতেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাহার চক্ষু অন্য দিকে পড়িল। কিছুই দেখিতে পাইলেন না; অথবা যাহা দেখিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রথম দৃষ্টিতে চক্ষু ঝলসিয়ে গেল। আবার চাহিলেন; এবার দেখিলেন কয়-খানি সোনার বাজু সূর্য্যকিরণে প্রতিভাসিত হইতেছে। আবার চাহিলেন, দেখিলেন, দূর হইতে এক সারি মেয়ের দল আসিতেছে, তাহাদেরই বাজু ঐরূপ ঝক্ মক্ করিতেছে। এই মেয়েদের মধ্যে তাহার একটী পরিচিত বন্ধুপত্নী ছিলেন, অনেক সময় পরে সেই পরিচিত বন্ধু-বাড়ী যাইয়া তিনি তাহার বন্ধুপত্নীকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ঠিক তোমাকে সেই কয়টী কথা শুনাইয়া এ বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিব। তিনি দেখিলেন তাহার বন্ধুপত্নী গৃহের এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। যেন মূর্ত্তিমতি ত্যাগ— এই মাত্র যেন সংসারের বিলাসদ্রব্য ভোগ করিয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হইয়াছেন। মলিন বসন পরিধান—ভ্রূক্ষেপ

নাই; পায়ে কাদা—ভ্রূক্ষেপ নাই; অভিনিবিষ্টচিত্তে অলঙ্কার গুলি, বাক্যের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছেন। বল দেখি ইহার অর্থ কি?

কলিকাতা, ২৭সে ভাদ্র ১২৮৭। } তোমারই সেই———

উত্তর।

নং ৬।

(৭ নং চিঠীর উত্তর)

প্রিয়তম!—তোমার ২৭শে ভাদ্র তারিখের ৪ খানি ডাককাগজে লেখা পত্র খানি পাইয়াছি। যে চারিটি বিষয় লিখিয়াছ, অর্থাৎ "বিবেকশক্তি" "ধর্ম্ম" "অদৃষ্ট"* ও "পরিচ্ছন্নতা" আমি সব গুলিই মনের সহিত পড়িয়াছি। সময়ে সময়ে আমাদিগের মনে এরূপ এক অপরিস্ফুট ভাব উদয় হয় যে তাহা সম্যক্ ভোগ না করিতে করিতে তাহার মর্ম্ম না জানিতে জানিতে তাহা কোথায় পলাইয়া যায়। ঐরূপ ভাব কোন দিন ধরিতে পারিলে, উহার কারণ জানিতে পারিলে মনে যেরূপ আনন্দ হয়, আজ তোমার "বিবেকশক্তি" পাঠ করিয়াও আমার ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। এটি যেন পূর্ব্বে বুঝি বুঝি করিয়া বুঝিতামনা। বাস্তবিকই বিবেকশক্তি "মনুষ্য আশ্রিত

---

* "নববিভাকরের" পরামর্শে এবার এইটি ছাড়া গেল।

ঈশ্বরের স্বর"। বোধহয় আমরা যদি নিজের স্বাধীনতা খাটাইয়া বাধা না দি, তবে ঈশ্বরই আমাদিগের হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাহাহইলে "তিনি ও আমি এক" এই কথা জোর করিয়া বলাযায়। যাক্ একথা বেশী বলিবনা, আবার তুমি কোন্ বক্তৃতা ঝাড়িবে।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তুমি কোন কথা বলিও না। আমি তোমাকে কতবার নিষেধ করিয়াছি যে, ও কথা আমাকে বলিওনা, তবুও তুমি আমার কথা শুনিলেনা! তোমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের ধর্ম্ম এক নহে। তোমাদের স্বভাব ও আমাদিগের স্বভাব এক নহে। সুতরাং তোমরা নিরাকারের উপাসনা করিতেপার (অন্ততঃ বলিয়া থাক) আমরা অতোটা ধারণা করিতে পারিনা। আমরা যাহা করিয়া আসিয়াছি, তাহাই ভাল। তোমার সবকথা শুনিব কিন্তু একথাটি শুনিব না। যেকথাটুকু লিখিয়াছো তাহাইঠিক " কোনধর্ম্ম অবহেলনীয় নহে যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষকে ঘৃণা করে......প্রশংসনীয় নহে।" যে দিন হৃদয় ভক্তি ও প্রেমের এতদূর উচ্চতম সোপানে উঠিবে যে, তুমি বিশ্বাস করিলেই আমি বিশ্বাস না করিয়া পারিবনা, ভ্রমরের মত রোহিণীকে গোবিন্দলালের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিব, সেই দিন, ওকথা শুনিব, শুনিয়া২ অপনার করিয়া লইব।

তোমার অদৃষ্ট নামক প্রস্তাবটী বুঝিতে পারিলাম না। লেখার ধরণে বুঝিলাম যে, তোমারও ওসম্বন্ধে মতির একটা

স্থিরতা নাই। আমাদের ও সকল বিষয় জানিয়া-কাজকি? মূর্খতাই ভাল।

পরিচ্ছন্নতাটি বেশ হইয়াছে। তুমি পত্র পড়িয়া এখন কি ভাবিতেছ বলিব? তুমি ভাবিতেছ "উনি আবার সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন।" আমি তাই ভাবিয়াই এই সমালোচনাটি করিলাম। বাজু নিয়ে আবার আমাদিগকে বিদ্রূপ—তোমার মন কি কেবল মাত্র ঐ একভাবে পরিপূর্ণ যে, যাহা লেখ ওকথাটি না আসিয়া থাকিতে পারেনা? আমিও দেখিয়াছি যে তুমি যে কয়টি জামা পর, তাহার মধ্যে সকলের নীচের জামাটি নিতান্ত ময়লা। কেমন শোধ হইল কি?

ভাল কথা সেদিন...র নিকটে শুনিলাম তুমি...র স্ত্রীর নিকট কি পত্র লিখিয়াছ। অনেকে তাহা দেখিয়া, কেহবা শুদ্ধ পত্র লিখিয়াছ ইহা শুনিয়া, তোমাকে মন্দ বলিয়াছে। আমি পত্রখানি দেখিনাই, দেখিবার জন্য চেষ্টাও করিনাই কিন্তু নিন্দার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলাম। সেই পত্রখানার নকল পাঠাইয়া দিও। সমালোচনা পাঠাইয়া দিব।

অনুগতা দাসী

৭ই আশ্বিন ১২৮৭। } শ্রীমতী——

নং ৮।

বিধবা।

প্রিয়তমে!—তোমার ৭ই তারিখের চিঠীতে জানিলাম, আমি...র স্ত্রীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা তুমি দেখিতে চাহিয়াছ সুতরাং তোমার দর্শন জন্য সে পত্র-খানার নকলও এই পত্রের সহিত পাঠাইলাম।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

কলিকাতা।

ভগিনী!—আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিলে যে, মনের তৃপ্তি জন্মে, জানি না। সখী-ভাবের সহিত ভগিনী-ভাব, বন্ধু ভাবের সহিত ভ্রাতৃভাব, যাহাদের মধ্যে; তাহারা এই পৃথিবীর কোন্ সম্বোধন করিয়া, হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত করিতে পারে?

যেদিন প্রিয় সুহৃৎ......আমাদের মর্ত্ত্যস্থ মায়া পরি-ত্যাগ করিয়া, অনন্ত-ধামে গমন করিলেন; যেদিন পতির শবপার্শে,আলুলায়িতা,ধূল্যবলুণ্ঠিতা, মূর্চ্ছিতা, রমণীকে দেখিতে পাইলাম; সেই দিন হইতে, আপনার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। আমিই ইচ্ছা করিয়া দেখা করি নাই; কারণ আমি জানিতাম যে, আমাকে দেখিলে, প্রশমিত শোক আবার নূতন হইয়া, জ্বলিয়া উঠিবে; এবং ইহা জানিতাম বলিয়াই, এই ৪ বৎসর আপনার দৃষ্টিপথ হইতে

সারিয়া চলিয়াছি। এবার আপনার প্রিয়সখী......র নিকট শুনিলাম আপনি নাকি বলিয়াছেন যে, এসময়ে আমাদের কোন পত্রাদি পাইলে, শোকবেগ বৃদ্ধি হইলেও তাহারি মধ্যে পূর্ব্ব-স্মৃতিজনিত একটু সুখভাব জড়িত থাকিবে। হায়! এরূপ কোন পাষাণ হৃদয় আছে কি, যে, পতিহীনা কামিনীর হৃদয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও শান্তি স্থাপন করিতে পারিলে, আপনাকে যথেষ্ট সুখী বলিয়া বিবেচনা না করে?

যদিও আপনার সহিত, এতদিন দেখা করিনাই, তবু কতদিন আপনাকে কয়েকটী কথা বলিব বলিব ভাবিয়াছি; কতদিন আপনার কথা স্মরণ করিয়া প্রকৃত বিবেকী হইয়াছি; কতদিন আপনাকে সান্ত্বনা করিতে যাইব বলিয়া, অগ্রসর হইয়াছি; আবার, পতিবিরহবিধুরা কামিনীর সান্ত্বনার আর কি আছে, ভাবিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি। স্নেহময়ী মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করি, তিনি অচিন্তিতপূর্ব্ব এক আশ্চর্য্য ভাব আমার মনোমধ্যে বিকাশ করিয়া দিয়াছেন; আমি পতিহীনারও সান্ত্বনা পাইয়াছি। শাস্ত্রে আছে, আত্মীয়, বন্ধুর অশ্রুজল, মৃত হৃদয়কে সন্তাপিত করে; তাই বুঝি স্বর্গীয় বন্ধু আমাদ্বারা আপনাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ সকল কথা আমি পাগলের মত বকিতেছি কি? আপনি হয়তো মনে করিয়াছেন, আপনার শোকের গভীরতা, আমি অশ্রুজল দ্বারাই পরিমাণ করিয়াছি; তাই, আপনার শোক নিবারণ করিতে চেষ্টা

পাইতেছি। অনেকে হয়তো, আমার এই লেখা দেখিয়া বা শুনিয়া হাসিবে; ভাবিবে যে, এ পাগলের মত কি বকিতেছে? ভাবুন, ভাবুক; যাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে প্রাণপণ করিব। যদি ধনীর ধনপ্রাপ্তি, অন্য দশ জন দরিদ্রের সাহায্য জন্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তবে আপনার সান্ত্বনার জন্য আমার এ অদ্ভুত তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া, কিরূপে অসম্ভব জ্ঞান করিব? এরূপ ভাব, অন্য হৃদয়ে থাকিবার সম্ভব হইলেও, যখন আপনি ইহা কখন জানেন না, আমিও ইহার পূর্ব্বে, কোন দিন ভাবি নাই, তখন আপনাকেই সান্ত্বনা করিতে, আমি এইরূপ বুঝিয়াছি ভাবা অসম্ভব কি?

বলুন দেখি, আপনার কিসের দুঃখ? এই যে, দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাটী হইয়া যাইতেছেন; একবার ভাবুন দেখি, এ কিসের জন্য? স্বামিহীনা হইয়াছেন দেখিয়া? সতীর সর্ব্বস্ব ধন স্বামী—সেই স্বামী হারা হইয়াছেন বলিয়া? কি আশ্চর্য্য! কে বলিল যে আপনি পতিহীনা? স্বামীর সহিত কি আপনার সম্বন্ধ চিরকালের জন্য মুছিয়া গিয়াছে? তাঁহার সহিত আপনার আর দেখা হয় না কি? তাঁহার সহিত আপনার কথোপকথন হয় না কি? না; যে আপনাকে উহা বলিয়াছে সে মিথ্যা বলিয়াছে; সে ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথা বলিয়াছে; সে এই জগতের কথা বলিয়াছে। আপনি তাহার কথা শুনিয়া একবার তদারক না করিয়াই বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছেন। অমন প্রেমিক

স্বামীর সহিত সম্বন্ধ ঘুচিতে পারে না। হিন্দুরমণীর সহিত তাহার স্বামীর সম্বন্ধ স্থির। তাহা না হইলে, এত আত্ম-নির্যাতন করিতেছেন কেন? যাহার সহিত সম্বন্ধ একেবারে ছিড়িয়া গেল, তাহাকে আবার পাবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য কেন? তাই বলি, আপনাদের সম্বন্ধ ঘুচে নাই। আপনার স্বামীর স্বামিত্ব, আপনার হৃদয় হইতে উঠাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহার সহিত আজও আপনার দেখা হয়, কথা হয়। এ সামান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা নয়; এ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা, সামান্য অপবিত্র পার্থিব বস্তু প্রত্যক্ষ করেন, সে ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়; এ মানসে-ন্দ্রিয় দ্বারা। এ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যেরূপ ভাবে ভক্তেরা —প্রকৃত আস্তিকেরা, নিরাকার ঈশ্বরেরও রূপ দেখিতে পান, তাঁহার আজ্ঞা শুনিতে পান, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই রূপ ভাবে দর্শন, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই রূপ ভাবে শ্রবণ। তাই বিল, আজও আপনার সহিত তাঁহার দেখা হয় কথোপকথন হয়। তিনি আপনার ইন্দ্রিয়াতীত নহেন। তবে যদি আপনি তাঁহাকে ভুলিতে না পারিয়া থাকেন যদি তাঁহার সহিত আপনার দেখা হইল, কথা হইল, তবে কিরূপে অন্যের কথার উপর নির্ভর করিয়া, মনের কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া, বলিতেছেন যে আপনার স্বামী হারাইয়াছেন? আপনার আঁচলে স্বামী—আপনি কিনা স্বামী খুজিয়া অস্থির। বলিতে পারেন যে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষাতো কমিয়াছে। আগে যে সামান্য ইন্দ্রিয়, বিশেষ ইন্দ্রিয়, সবইন্দ্রিয় দ্বারাই দেখা যাইত এখনতো আর তাহা হইবে না। এই একটু

কথার জন্য কাঁদিবার যথেষ্ট কারণ নাই কি? মানিলাম এ যে সম্বন্ধ, ইহার একটু কমিলেও সে কম কথা নয়, কিন্তু একটী বস্তু হারাইয়া তাহা খুঁজিতে অন্যটীও হারাণ উচিত কি? জগতের সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে দেখিয়া কি. তন্নিমিত্ত বিভোর হইয়া যে সম্বন্ধ আছে, তাহাও ঘুচাইতে চেষ্টা করিব? ছি! এত অধীরা কেন হইবেন? যাহাকে দেখিতেছেন, যাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন, তাঁহার জন্য রোদন করিলে, লোকে আপনাকে কি ভাবিবে ভাবুন দেখি? একবার কল্পনা করুন দেখি, আপনার স্বামী কি ভাবিতেছেন। তাঁহাকে আপনি যে এত অবজ্ঞা করিতেছেন, একি তাঁহার সাধারণ কষ্টের বিষয়? আমাদেরই মাথা ঘুরিয়া যায়, আঙ্গুল ফাটিয়া যেন রক্ত ছুটিতে চাহে। তাই বলি—রোদন সম্বরণ করুন। আপনার নিকটে স্বামী দাড়াইয়া আছেন দেখিতে পাই-তেছেন না? উঠুন, অনেক দিনের পর, আবার সাদর সম্ভাষণ করুণ। যিনি দয়ারসাগর যাঁহার দয়াএকটু ক্ষুদ্র কীটের উপরেও দৃষ্ট হয়, তিনি কি আপনার জন্য এই দুঃখটী সৃজন করিয়াছেন? এও কি সম্ভব? তবে এই সাধারণ কথা না বুঝিয়া, অতোষ্ট পাইবেন, তাহার তিনি কি করিবেন?

পতির মৃত্যুর পর, আমাদের দেশীয়া স্ত্রীলোকেরা সংসারের অন্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকেন। এটী প্রশংসনীয় কার্য্য, সন্দেহ নাই। যাহাদের নিকট পতি দেবতা, পতিপূজা দেবপূজা হইতে বড়, তাহাদের নিকট

সেই পতির জন্য এরূপ ত্যাগ—শান্তির কারণ বটে। কিন্তু আমি ইহা এত প্রশংসা করিতে পারিনা। অর্থ থাকিতে কৃপণ হইয়া কষ্টপাওয়া যেরূপ নিরর্থক, এও ঠিক সেইরূপ বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রে আছে, কথায়ও বলে যে, সতী স্ত্রীলোকেরা বিধবা হয় না। আমি অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এরূপ সদর্থযুক্ত কথার এখন কিরূপ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। আপানারা ইহার অর্থ করেন সতী স্ত্রীলোকেরা স্বামীর পূর্ব্বে মরিবে। অথচ মৃত্যুর পর, যেরূপ সম্বন্ধ আপনারা স্বীকার করেন, তাহাতো দেখিতেই পাইতেছি। এরূপ অবস্থায়, আপনারা যাহা দ্বারা যাহা প্রমাণ করিতে যাইতেছেন, তাহাদ্বারা তাহার বিপরীতই প্রমাণ হয়। আমি বলি যে, যাহারা স্বামীর সহিত চিরসম্বন্ধে গ্রথিত, যাহারা স্বামীর জীবনে (ইহকালের অবস্থিতিতে) মরণে, সমীপে, সুদূরে, সকল অবস্থাতেই স্বামীর সহিত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারাই প্রকৃত সাধ্বী। ইহারা যে কেন বিধবা হইতে পারেন না তাহা সংজ্ঞা দৃষ্টেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে ! সুতারাং সাধ্বী—প্রকৃত সাধ্বী হইয়া স্বামীর মৃত্যুর পরে, অন্য সুখ-দুঃখ পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ করিতে সমর্থা হইয়াও, যিনি তাহা না করেন, কাঁদিয়াই হউক বা এবম্বিধ অন্য উপায়েই হউক, সময় ক্ষেপণ করেন; তাহাকে অর্থশালী কৃপণ বলিব নাতো কি বলিব ?

পতিহীনা (প্রচলিত অর্থে) কামিনীদিগকে আমি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করি। ইহাদের লক্ষণ এবং

সান্ত্বনা আমি নিম্নে যথাক্রমে লিখিতেছি। অনাবশ্যক বোধ করিলেও, একবার পড়িবেন।

১। যাহারা পতির মৃত্যুর পর, তাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে ভুলিয়া যান ; একটু কালের জন্যও যাহার সহিত বিচ্ছেদ হইতে পারে, যে স্বামীর ভালবাসার উপর তাহাদের কর্তৃত্ব নাই, এরূপ স্বামীকে যাহারা হৃদয় রাজ্যের অধিশ্বর না করিয়া, যাহার সহিত সম্বন্ধ একটু কালের জন্যও ঘুচিবার নয়, যিনি ইহারা ভাল না বাসিলেও ভাল বাসিতে বাধ্য (যদি এরূপ প্রয়োগে সমর্থ হই) এরূপ স্বামীকে মন প্রাণ ঢালিয়া দেয় অর্থাৎ যাঁহারা স্বামীকে ইহ জীবনের ক্ষণিক সহচর মনে করিয়া, তাঁহার মৃত্যুতে কোন দুঃখ প্রকাশ না করেন এবং পুনরায় মোহবদ্ধ হইয়া যাঁহারা অনিত্য-পদার্থে মায়া স্থাপন না করিয়া, সেই নিত্য পরম পদার্থ লাভে কৃত সংকল্পা হন তাহারা প্রথম শ্রেণীর পতিহীনা। ইহাদের ভাল বাসিয়া নিরাশ হইবার ভয় নাই। অনন্ত প্রেম—সেই পরম পিতা ইহাদের এক এবং বহু ধন। ইহারা মানুষ হইয়া দেবতা ; আবার দেবতা হইয়া পাষাণ হৃদয়। যদি হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রকার হইতাম, লিখিতাম, ইহাদিগকে পূজা করিলে লোকে স্বর্গে যায়। কিন্তু এত গুণ সত্বেও আমি ইহার পক্ষপাতী নহি। আমরা মানুষ—মানুষই বেশী ভাল বাসি। আমাদের রক্ত মাংসের শরীর—অতো কঠিন হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে পারি না। যাহারা দুঃখ আছে বলিয়া সুখ চাহেনা, যাহারা সালোক্য না

চাহিয়া নির্ব্বাণ চাহে, যাহারা প্রতিদান চাহিয়াই ভালবাসে; সে কঠিন—সে পাষাণ—সে অসুর দেবতাকে, আমি ভক্তি করিতে পারি না। ইহা সুখের বিষয় বলিব কি দুঃখের বিষয় বলিব জানিনা, যে, এরূপ স্ত্রীলোক এ সংসারে অতি বিরল। ইহাদের আবার সান্ত্বনা কি ইহারা অন্যের নিকট কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না।

২। যাহারা স্বামীর সহিত ইহকালীয় সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেলেই একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন; যাহাদের নিকট পতির জীবনের সহিত, সুখের জীবনও চলিয়া যায়; তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তা। আপনাকে আমি এই শ্রেণীভুক্তা করি। বলিতে কি, দ্বিতীয় শ্রেণীস্থা হইলেও ইহারা আমাদের অধিক ভক্তির পাত্রী। ইহাদের হৃদয় আছে। ইহাদের কি সান্ত্বনা, তাহাতো, পুর্ব্বেই লিখিয়াছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, বৃথা শোক পরিত্যাগ করিয়া আপনি এই শ্রেণীর আদর্শ স্থল হইয়াছেন দেখিব। দেখিয়া ভাবিব যে, আমার অমন বন্ধুরও এ অযোগ্য স্ত্রী নয়। অভিলাষ ফলবান হইবে কি?

৩। যাহারা স্বামীর মৃত্যুর পর, তাহাদিগকে ভুলিয়া যান; কিন্তু এ ভোলা ১ম শ্রেণীর লোকের মত ভোলা নয়; ইহাদের হৃদয় থালি থাকে; তাহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্তা। ইহারা সকলের চেয়ে অধিক কষ্ট ভোগ করেন। ২য় শ্রেণীর কামিনীরাও, না বুঝিয়া কষ্ট পান বটে, কিন্তু সে কষ্টে আর এ কষ্টে অনেক প্রভেদ। সে কষ্টের মধ্যেও এক অপূর্ব্ব

সুখ আছে। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম লেখক ঐরূপে কাঁদিয়া যে সুখ পাইয়াছেন, আমার ঘোরতর সন্দেহ হয়, তাঁহার সেই সুখময় দুঃখের সহিত এখনকার সুখ তুলনীয় হইতে পারে কিনা? ইহাদেরও সান্ত্বনা আছে, কিন্তু সে যে কি তাহা আমা অপেক্ষা উহাদের বেশী বোঝা উচিত।

এখন দেখিলেন, সকল অবস্থায়েই সুখী হওয়া যায়। লোকে যে অনর্থক, স্রষ্টার স্কন্ধে দোষ চাপে, সে কি ভুল নয়?

আমার এই পত্র আপনি কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি। আর অধিক কি লিখিব—একাগ্রমনে পতিচিন্তা করুন। সর্ব্বদা তাঁহার সহিত কথোপকথন করুন। আমরা ভাল আছি। হেম কেমন আছে?

আপনার

স্নেহময় ভ্রাতা * * *"

এই পত্রখানি যে, দেখিতে চাহিয়াছ, সে ভালই হইয়াছে। আমিই সাধিয়া দেখাইতাম ভাবিয়াছিলাম। ভবিষ্যতে ইহা কাজে লাগাইও। যে শ্রেণীভুক্তাই হও, সুখে থাকিও। ধন থাকিতে কৃপণ হইও না।

একবার ভাব দেখি, সে দিন কেমন? যে দিন আমাদের ঐহিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে সে দিন কেমন? যে দিন তুমি আমাকে ভুলিতে পার নাই বলিয়া সুখী আছ, অথবা ভুলিয়া সুখে আছ, দেখিব, সে কেমন সুখের দিন! যে দিন আবার, তোমারও সংসারের সহিত সম্বন্ধ ঘুচিবে সে দিন

কেমন? যে দিন আবার তোমার সঙ্গে একত্র হইয়া, পৃথিবীর সুখ দুঃখ নিঃসম্পর্কীয় ভাবে অবলোকন করিব, আর সেই খানে বসিয়া অদ্যকার এই পত্রের সমালোচনা করিব, সে দিন কেমন ?

কলিকাতা,
১৭ই আশ্বিন, ১২৮৮। } তোমার সেই——

উত্তর।

নং ৭।

(৮ নং পত্রের উত্তর)

জীবনসর্ব্বস্ব !—তোমার ১৭ই আশ্বিনের পত্র পড়িয়া বড় সুখী হইয়াছি যাহাতে মানব প্রকৃতি লঘু করিয়া তোলে, এ সেপ্রকৃতির সুখ নহে, এ দুঃখের সুখ। অনেক সময়ে আমরা মিছেমিছি দুঃখ কল্পনা করিয়া সে সুখ লাভ করি এ সেই সুখ ; যে সুখে হৃদয় নিবাতনিষ্কম্প গভীর অতলস্পর্শী সাগরের ন্যায় বিরাজমান করে, এ সেই সুখ। এ সুখের সুখ নহে, দুঃখের সুখ। তোমার পত্রের শেষভাগ পড়িয়া আমি কাঁদিয়া বাঁচি না, যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবিনাই, কোন প্রাণে তুমি সেই ছবিটি আমার সম্মুখে ধরিলে? বলদেখি তুমি ওটুকু কেন লিখিলে ? ভাবস্রোতের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া ? না তোমার জন্য আমি কাঁদিব, তাই দেখিবার সুখ

ইচ্ছা করিয়া ? তোমার মনের ভাব যাহাই থাকুনা কেন তোমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে—আমি কাঁদিয়াছি। কাঁদিয়া তোমার কল্পনায়ও যে অবস্থা ধারণ হইতে পারেনা, সেই অবস্থায়—সেই কষ্টের অবস্থায় আপনাকে পাতিত করিয়াছি। আবার যখন দেখিয়াছি যে, এ কেবল কল্পনা, তখন প্রকৃত অবস্থার সহিত ইহার তুলনা করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এ যে কি আনন্দ, তাহা যাহারা প্রিয়জন হারাইয়া পুনরায় পাইয়াছেন তাহারাই বুঝিতে পারেন। নিষ্ঠুর! তুমি কিন্তু ইহা ভাবিয়া লেখ নাই।

তুমি......র স্ত্রীর নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছ তাহা আদ্যন্ত ২।৩ বার পড়িয়াছি। পত্রখানি বেস হইয়াছে এখানি "সংবাদপত্রে" ছাপাওনা কেন? যাহারা "বিধবা-বিবাহ বিধবা-বিবাহ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে অনবরত চেঁচাইতেছেন যাহারা ঐটি হিন্দুদিগের মধ্যে চালাইতে পারিলেই সমাজের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ হইল মনে করেন তাহারা একবার পড়িয়া দেখুন। তাহারা আগে এই মর্ম্মটি সকলকে শিক্ষা দিলে আমি বেস্ বলিতে পারি, আমরা এরূপ নিষ্ঠুর জাতি নহি যে তাহা হইলে আবার বিবাহের কথা মুখেও আনিব। তবে বালিকা অবস্থায় বৈধব্যটি অন্যপ্রকার বটে। কিন্তু তাহার প্রতিবিধান অন্যপ্রকার করাই ভাল, যে নিয়ম কতেকের পক্ষে খাটিল, আর কতেকের পক্ষে খাটিল না, তাহা অবলম্বন না করিয়া যাহা সকলের পক্ষে খাটে তাহা করিলেই ভাল হয়। বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিলেই হয়। আমি কিন্তু ভ্রমরের

ন্যায় অল্পবয়সেই বিবাহ ভালবাসি ; তবে যাবৎ আমাদিগের মন ততো উন্নত না হয়, যাবৎ আমরা না বুঝি যে, অল্প বয়সে বিধবা হইলেই বালিকারা স্বামীর প্রতি ভক্তি দেখাইতে পারেনা এমন নহে (কল্পনা দ্বারা স্বর্গরাজ্য দেখিয়া সেই সুখের দিকে আমরা আকৃষ্ট হইয়া পার্থিব সুখকে বিসর্জ্জন করিতে পারি, কল্পনা দ্বারা স্বামীর মূর্ত্তি আঁকিয়া কি হৃদয়াভ্যন্তরে পূজা করিতে পারি না ?) সেই পর্য্যন্ত বাল্য-বিবাহ বন্ধ রাখ। ক্রমে উচ্চ শিক্ষার সহিত তাহাও (একটা নিয়ম না করিয়া) হইতে দেও। ফলকথা, যাহারা পার্থিব সুখ তুলনা করিলেই, (আর পার্থিব সুখই বা কি করিয়া বলি) প্রায় সকল সুখই তো সকলের সমানভোগ্য, ভক্তির সুখ, স্নেহের সুখ, ভালবাসার সুখ, (বিধবার স্থলে স্বর্গীয় স্বামীর প্রতি) সহানুভূতির সুখ, এ সকল সুখেইতো সকল অবস্থায় সকলের অধিকার সমান, তবে পার্থিব সুখ কি করিয়া বলি, পুত্রমুখ দর্শন ইত্যাদি সুখকেই জীবনের একমাত্র সুখ মনে করেন, যাহারা পাপের আবার শ্রেণী-বিভাগ করেন (আমার নিকট যাহারা বিধবা হইয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করেন ও যাহাদের স্বভাব ভাল নহে অথচ বিবাহও করেন না এই উভয়বিধই একশ্রেণীস্থ) তাহারা ঐরূপ সংস্করণ সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করুন। "শোক কি ? না স্মৃতির উপাসনা। এবং স্মৃতির উপাসনাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব। মুহূর্ত্তের জন্য যে অনুরাগ, তাহা মানব জাতির অধস্তন জীবসমূহেই শোভা পায়, মনুষ্যে শোভা পায়না। মনুষ্যের অনুরাগ অনন্তকাল

হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে না পারিলে পরিতৃপ্ত হয়না,—সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র নিচয়ের সৃষ্টি ও বিলয়কেও পরিহাস করিয়া একবারে কালের সঙ্গে সমান রেখায় বহিতে না পারিলে কৃতার্থ হয়না। এই নিমিত্তই মনুষ্যের জন্য মনুষ্যের শোক,—এবং এই নিমিত্তই শোকে মনুষ্যের এক অলৌকিক, অনির্ব্বচনীয় অরুন্তুদ সুখ। যাহারা শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে সংসারের বৃথা কথা কহিয়া সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করে, আমার বিবেচনায় তাহারা হৃদয়শূন্য। আর যাহারা বিবিধ নিষ্ঠুর নীতিসূত্র অথবা মমতার অনিত্যতা প্রভৃতি বিবিধ অর্থশূন্য বাক্য শুনাইয়া শোকাকুল হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে লোকান্তরগত প্রিয়জনের প্রতিমূর্ত্তিখানি পুছিয়া ফেলিতে যত্নশীল হয়, তাহারা মূঢ়"...এই স্থানটি পূর্ব্বে আমায় যত ভাল লাগিয়াছে, এখন তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক ভাল লাগিতেছে। পত্র বাড়িবে নৈলে অনেকটা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা ছিল। আমি জানি যে তুমি "শোক" কথাটিতে বিস্তর আপত্তি করিবে। "বলুন দেখি.........করিবেন"। এ বেস কথা। কিন্তু আমি একটি কথা বলি রাগ করিওনা তোমাদিগকে উপদেশ দিতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই তবে মনে যেটা হইল সেটা তোমার নিকট বলিতে কোন দিন বাধা পাইনাই, সেই সাহসে লিখিতেছি। তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহা ঠিক, কিন্তু যেরূপ সমাধি অভ্যাস করিয়া ঈশ্বরোপসনা করিতে হয়, আমার যেন বোধ হয়, সেইরূপ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আগে চিত্ত প্রস্তুত করিয়া লইলে, ঐ রূপ

কথা শোভাপায়। কখন না কাঁদিয়া ঐ রূপ করিতে পারা আমার ভাবনার অতীত—আমি তাহাকে কোন দিন বিশ্বাস করিনা।

আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন জন্মায়ুস্ত্ব হইয়া এ পরীক্ষার ভারটা তোমার উপর রাখিয়া যাই ; সেই তো ভাল ! যেরূপ লিখিয়াছ সেইরূপ করিয়া জগতে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিতে পারিবে। (ও কথাটা যে পুরুষজাতির পক্ষেও খাটে, তুমি না লিখিলেও আমি সেটা ধরিয়া নিয়াছি) আমি ভাল আছি তোমার মঙ্গল লিখিও।

১৪ই আশ্বিন, ১২৮৭। { অনুগতা দাসী
শ্রীমতী——

সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কয়েকখানি পত্র

ও

উত্তর।

(মূল্য ।০ চারি আনা)

কয়েকখানি পত্র, ১ম সংস্করণ সম্বন্ধে,

সম্পাদকগণের অভিপ্রায়।

সোমপ্রকাশ—১৬ই কার্ত্তিক, ১২৮৮।

"ইহাতে স্বামী পত্রদ্বারা স্ত্রীকে সাংসারিক, বৈবয়িক, নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। এই পুস্তকে এই কয়েকটী বিষয় আছে:—বেশভূষা, নম্রতা পরশ্রীকাতরতা, সত্যবাদিতা, শিক্ষা, ব্যবহার, বিবেক-শক্তি, ধর্ম্ম, অদৃষ্ট, পরিচ্ছন্নতা ও বিধবা। এই পুস্তকখানি স্ত্রীলোকের পাঠের উপযোগী হইয়াছে। রচয়িতা যে অভিপ্রায়ে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহার সেই অভিপ্রায় সফল হইয়াছে। তবে দুই একটী বিষয় কিছু কঠিন হইয়াছে।"

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫	১	সমান্য	সামান্য
,,	১৫	কতদুর	কতদূর
,,	১৭	বুছিতে	বুঝিতে
৩৭	৭	পরিলে	পড়িলে
৩৯	৭	স্বার্থলাভ করার	স্বার্থত্যাগ করার
৪৪	১৫	দিব।	দেখিব ;
৪৮	১৪	সমক্য	সম্যক্
৪৯	১৭	উচ্চত্তম	উচ্চতম
,,	১৯	রোহণীকে	রোহিণীকে
৫২	১৪	সান্তনা	সান্ত্বনা
৫৩	৬	,,	,,
৫৪	১৩	বিল	বলি
,,	২২	ইদ্রিয়	ইন্দ্রিয়
৫৫	১৫	করুণ	করুন
৫৬	১৭	স্যুতারাং	সুতরাং
৫৭	৬	অধিশ্বর	অধীশ্বর
৬০	৩	সে	যে
,,	১৫	করে	হয়